জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

পরীক্ষার ফি

সেমিস্টার পিছু ফি বেঁধে দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষা পিছু ৭০ টাকার বেশি নেওয়া যাবে না বলে নির্দেশ জারি সংসদের। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে

বাংলায় দিতওয়াহ প্রভাব

সাগরে ফুঁসছে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহ। রবিবার সকালে উত্তর তামিলনাড়ু থেকে উত্তর-পশ্চিম অক্ষ উপকূলে পৌঁছবে। বাংলায় ঝড়বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ঘূর্ণিঝড়ের জেরে ঊর্ধ্বমুখী পারদ

ত্রুটিপূর্ণ অ্যাপ, গুজরাতে মৃত্যু বিএলও-র, কাঠগড়ায় কমিশন

ওড়িশায় বাংলায় কথা বলায় প্রহৃত মুর্শিদাবাদের ৪ শ্রমিক

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮৪ ● ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 184 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 29 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

৫৫ মিনিটের দিশাহীন কথা জ্ঞানেশের ■ অভিষেকের তোপ

মিথ্যাবাদী মিস্টার ‘সার’

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশনের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দিল্লিতে কমিশনের দফতরে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের তোলা পাঁচ প্রশ্নের কোনও উত্তর তো দিতেই পারেনি, বরং এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচার করেছে। কমিশন নাকি তৃণমূল সাংসদদের প্রতিনিধি দলের সবক’টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে! এই মিথ্যের মুখোশ খুলে দিয়ে কমিশনকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক এদিন সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তোপ দেগেছেন। জ্ঞানেশ কুমারকে মিস্টার এসআইআর বলে সম্বোধন করে তিনি লিখেছেন, হিম্মত থাকলে পুরো সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনুন। বিপথে চালিত করবেন না। কমিশনকে মিথ্যেবাদী বলে অভিষেকের বক্তব্য, তাদের যদি কিছু লুকোনোর নাই থাকে এবং কমিশন যদি স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করে তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টুকরো টুকরো জিনিস ‘লিক’ না করে সম্পূর্ণ ফুটেজ বের করে দেখান। এরপরই কমিশনকে তাঁর চ্যালেঞ্জ, কয়েকঘণ্টা খুবই অল্প সময়। আপনি-আপনারা যতদিন ইচ্ছে সময় নিন, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের তোলা পাঁচ প্রশ্নের জবাব দিন। অভিষেকের সংযোজন, আমাদের কাছে যথেষ্ট ডিজিটাল প্রমাণ রয়েছে আপনাদের বিকৃত এবং তৈরি করা মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। কমিশনকে হুঙ্কার দিয়ে অভিষেক বলেছেন, এরপর বাংলা ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ার আগে দু’বার ভাববেন। তাঁর কটাক্ষ, মিস্টার এসআইআর, আপনাদের হতাশা বুঝি। কিন্তু সত্যকে পাল্টানো যায় না। এরপরেও যদি মিথ্যাচারের ‘স্টোরি’ তৈরির মতো এনার্জি বেঁচে থাকে তার আগে পাঁচটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। শেষে লিখেছেন, ‘আপনাদের সময় শুরু হল এখন’।

কমিশন সাক্ষাতে : শুক্রবার তৃণমূলের ১০ সাংসদের প্রতিনিধি দলের প্রশ্নের মুখে পড়ে কার্যত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এদিন পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এগারোটা নাগাদ তৃণমূল সাংসদদের প্রতিনিধি দল যায় দিল্লির নির্বাচন কমিশন অফিসে। প্রায় দু’ঘণ্টা বৈঠক হয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে। সেখান থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের (এরপর ১০ পাতায়)

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি তৃণমূলের প্রতিনিধি দল।

হিম্মত থাকলে পাঁচ প্রশ্নের জবাব দিন

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বনফল

সবুজে ঘেরা বন-অরণ্যে
পশুপাখিদের মেলা বসে
তাদের জীবন-আহারে-বাহারে
নানারকম বনফল হাসে।
রুদ্রাক্ষ-আহোই-টোটোলা
মানদানে ও গোকুল
কাওলা শিস-দবদবে
খয়ের-পিটালি-বকুল।
কুম্ভি-চালতা-টাটারি
ছাতিম-চাঁপা-কাটুস
নারকেল আর বনফুল ও ফলে
সুন্দর হয় মানুষ।

ল্যান্ডমার্ক ছুঁল স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড

লক্ষ পারে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বাংলার মা-মাটি মানুষের সরকার ছুঁল ফের নতুন এক ল্যান্ডমার্ক। আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় সহায়ক হতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছিলেন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড। এবার এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষের মাইলস্টোন পেরিয়ে গেল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খুশির খবর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। উচ্ছ্বসিত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, আমাদের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা ১ লক্ষ পেরিয়ে গেল। এই প্রকল্পের অধীনে পড়ুয়ারা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পায়। সুদের ভার বহনে সাবসিডি দেয় রাজ্য সরকার। আগামী দিনেও এভাবেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার সহায়ক হয়ে উঠবে রাজ্যে। প্রতিভাবান

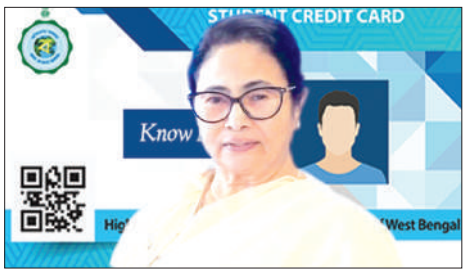

পড়ুয়াদের সাফল্যের পথে যাতে আর্থিক অসঙ্গতি অন্তরায় না হয়, সেদিকেই লক্ষ্য আমাদের সরকারের।

মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও প্রকল্পের সাফল্যের খবরে এক্সে লেখেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ছিল বাংলার প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীরা যাতে শুধুমাত্র ভৌগোলিক দূরত্ব বা (এরপর ১০ পাতায়)

রোগীর বিলে লন্ড্রি ফি অথবা চিকিৎসা বর্জ্যর টাকা আর নয়

প্রতিবেদন : রোগীর ব্যবহৃত চাদর পরিষ্কারের খরচ হোক কিংবা চিকিৎসা-বর্জ্য ফেলার খরচ, কোনওভাবেই রোগীর পরিবারের থেকে আদায় করা যাবে না। এই দুই বিষয়ের টাকা রোগীর চিকিৎসা পরিষেবার বিলে যুক্ত করার বিষয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। এই দুই ক্ষেত্রে কোনও বেসরকারি হাসপাতাল টাকা নিলে অবিলম্বে তা বিলিং সফটওয়্যার থেকে বাদ দিতে বলা হয়েছে। শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা-খরচ ছাড়াও লন্ড্রি চার্জ আর বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হিসেবে রোগীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল প্রায় ১৮ হাজার টাকা! তারপরই রাজ্যের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশনের এই পদক্ষেপ।

সম্প্রতি অরবিন্দ কেজরিওয়াল নামে এক ব্যক্তি তাঁর বৃদ্ধা মাকে ভর্তি করিয়েছিলেন বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় তাঁর মায়ের। সেখানেই বিল মেটাতে গিয়ে তিনি দেখেন হাসপাতালের বিলে ‘ড্রাই ক্লিনিং লন্ড্রি সার্ভিস’-এর (এরপর ১০ পাতায়)

কাজের চাপে কর্মরত এক বিএলও-র মৃত্যু

প্রতিবেদন : অস্বাভাবিক কাজের চাপে বিএলওদের মৃত্যুমিছিল অব্যাহত বাংলায়। রাতের পর রাত জেগে এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে এবার মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন প্রৌঢ় বিএলও। এলাকায় খারাপ ইন্টারনেট সংযোগ ও দিনের বেলায় কমিশনের অ্যাপে সমস্যা হওয়ায় কয়েকদিন ধরেই রাত জেগে এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশনের কাজ করছিলেন খড়গ্রামের ঝিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ নং বুথের বিএলও জাকির হোসেন (৫৫)। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কাজ করতে করতে হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হৃদরোগে আক্রান্ত প্রৌঢ় বিএলওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, কমিশনের অ্যাপে ফর্মের তথ্য ঠিকঠাকভাবে আপলোড না হওয়ায় এমনিতেই প্রবল মানসিক চাপে ছিলেন। তাও নিজের সাধ্যমতো দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করার চেষ্টা (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 November, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৬ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩৬-২০০৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পড়েছিলেন ডাক্তারি, হয়ে গেলেন নায়ক! ডাক্তারি পড়তে পড়তেই আইপিটিএ-তে যোগ দেন। সাল ১৯৬৫, আইপিটিএ-এর মঞ্চে তাঁকে দেখে পরিচালক মৃণাল সেন চিন্তা করেন তাঁর ছবি 'আকাশকুসুম'-এর জন্য। ডেবিউ ছবির পরেই সুযোগ এল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে। তার পরের বছর 'হংসমিথুন' ও 'চৌরঙ্গী'। এর পর একের পর এক সিনেমা। তবে সিনেমার গণ্ডির মধ্যে আটকা ছিলেন না শুভেন্দু। অভিনয়ের সবরকম স্তরে তিনি কাজ করেছেন। 'এমন একটা মানুষ চাই', 'নকল স্বামীর ঘর'-এর মতো বেশ কয়েকটি যাত্রাও করেছেন তিনি। সিনেমার পাশাপাশি করেছেন 'কালবৈশাখী', 'অমরকণ্টক', 'বধূবরণ'-এর মতো প্রফেশনাল নাটক। ছোট পর্দাতে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল 'ড. মুন্সির ডায়েরি', 'এই তো জীবন' ইত্যাদি।

১৮১২ হাজি মুহাম্মদ মুহসীন

(১৭৩২-১৮১২) এদিন প্রয়াত হন। নিজের সকল সম্পত্তি দান করা, শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারে ব্যয় করার জন্য 'দানবীর' হিসেবে খ্যাত ছিলেন তিনি। অকৃতদার, অবৈষয়িক মুহসীন তাঁর জীবনে বহু দেশ ঘুরেছেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর গড়ে উঠেছিল আলাদা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে তিনি যখন বোনের কাছ থেকে বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন, কয়েক বছরের মধ্যে সেগুলোর দানপত্র লিখে দিয়ে কোরান শরিফ কপি করে বাকি জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর দানের তহবিল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় হুগলি মহসীন কলেজ। এরপরে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল, হুগলি মাদ্রাসা, সীতাপুর মাদ্রাসা, ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহি ও খুলনায় বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

১৯৫১ প্রমথেশ বড়ুয়া

(১৯০৩-১৯৫১) এদিন মারা যান। অসমের গৌরীপুরের বড় রাজকুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। তবে এই পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সত্তা। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি পুরুষ। 'অপরাধী' ছবিতে তিনি সর্বপ্রথম কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করেন এবং সেটাই ছিল ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে প্রথম কৃত্রিম আলোর ব্যবহার। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি 'দেবদাস' ছবিতে ফ্ল্যাশ ব্যাক মন্তাজ, টেলিপ্যাথি শট এবং সাবজেকটিভ ক্যামেরার ব্যবহার করেন।

১৯৯৩ জে আর ডি টাটা

(১৯০৪-১৯৯৩) এদিন প্রয়াত হন। পুরো নাম জাহাঙ্গির রতনজি দাদাভাই টাটা। উদ্যোগপতি, টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং টাটা সন্সের অংশীদার। ভারতের প্রথম ক্যানসার হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক ডক্টর এইচ জে ভাবার সঙ্গে মিলিতভাবে নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টার খুলেছিলেন। শ্রমিকদের জন্য তিনিই প্রথমবার ৮ ঘণ্টা কাজের নিয়ম চালু করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই দেশে প্রথমবার প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু হয়। তিনি ভারতে ইস্যু করা প্রথম পাইলট লাইসেন্স পেয়েছিলেন। পরে তিনি ভারতীয় নাগরিক বিমানের জনক হিসাবে পরিচিতি পান। তিনি ১৯৩৩ সালে ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা টাটা এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে এয়ার ইন্ডিয়ায় পরিণত হয়। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, টাটা মোটরস, টাইটান ইন্ডাস্ট্রিজ, টাটা সল্ট, ভোল্টাস এবং এয়ার ইন্ডিয়া-সহ টাটা গ্রুপের অধীনে বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। শিল্পোদ্যোগে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ন প্রদান করা হয়।

১৯৫৫ বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ এলেন কলকাতায়। পরের দিন এই দুই সোভিয়েত নেতা সংবর্ধিত হন ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে। সে সংক্রান্ত প্রতিবেদনে আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সুপ্রশস্ত চত্বর হইতে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত, চৌরঙ্গী হইতে ফোর্ট উইলিয়ামের উচ্চ ভূখণ্ড পর্যন্ত যদি একটি চতুঃসীমা টানা যায় এবং ইহার মধ্যে যদি এই সমাবেশ কল্পনা করা যায়, তবে কত লোক হইবে? কত লক্ষ? বারেবারে আশঙ্কা হইয়াছে যাই বলি না কেন, তাহা কম হইয়া যাইবে। এ তো শুধু সমাবেশ নয়, এই কল্পিত চতুঃসীমা প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দেশে এ যেন দ্রুত ধাবমান্য অসংখ্য স্রোতস্বতী।'

১৯৪৯ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৩-১৯৪৯) এদিন প্রয়াত হন। সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। কয়েক বছর আগে লেখক শংকর ১৯০২ সালের বাঙালি লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন যাত্রী' পুনঃপ্রকাশ করে শতবর্ষ আগের ভ্রমণ কথায় ভারতীয়দের চিন-চর্চার কথা তুলে ধরেছিলেন।

১৯৫৬ কলকাতার রাস্তার নাম বদল

ওয়েলেসলি স্ট্রিটের নাম বদলে এদিন রাখা হয় রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড।

১৭৯২ কলকাতার নকশা

(৩৩ ইঞ্চি X ৩৪ ইঞ্চি) প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রস্তুতকর্তা মার্ক উড। প্রকাশক মি. বেইলি।

কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে বাংলার ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শন করলেন হুগলি জেলার জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭০

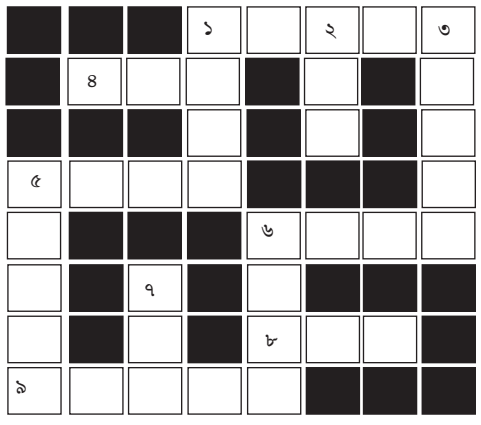

পাশাপাশি : ১. যা সবাধিক বিক্রীত ৪. অবগুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের মুখাবরণ ৫. গুরুত্বহীন ৬. আগ্রহান্বিত, উদগ্রীব ৮. রেবা নদী ৯. অগ্নি।

উপর-নিচ : ১. পাজি লোক ২. ঘুস ৩. আত্মরক্ষার ভাবযুক্ত ৫. নিরানব্বই ৬. চামড়ার জুতো ৭. সংজ্ঞাহীন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৬৯ : **পাশাপাশি :** ১. চিকুর ৪. মিনিমাগনা ৬. বিহিত ৭. বড়োকথা ৯. মতবাদ ১২. ফুলকি ১৩. কর্মবিপাক ১৪. রঙ্গিলা। **উপর-নিচ :** ১. চিত্তবিভ্রম ২. রমিত ৩. অমানব ৫. নাপাক ৮. থাউকিবেলা ১০.তরক ১১. দশবিশ ১২. ফুকর।

২৮ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৬৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৬৪৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৭৪	৮৮.১০
ইউরো	১০৫.০৫	১০২.৫৪
পাউন্ড	১২০.০৪	১১৭.০৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অপরাজিতা আঢ্য

■ অজয় দেবগণ, সপরিবার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এপিক নম্বর দিয়ে এনুমারেশন ফর্ম তুলে কেউ জমা করে দিয়েছে। তাহলে কি নাম বাদ যাবে? এই আতঙ্কে ভুগছেন চাঁপদানির বৈদ্যবাটি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার দীপ্তি রায়

আমারশহর

29 November, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৯ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

ফের বড়সড় রদবদল রাজ্য পুলিশে, বদলি ৫৭ অফিসার

প্রতিবেদন : টানা তিনদিন ধরে চলছে রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল। বুধবার ও বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও পুলিশ আধিকারিকদের বদলি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেল রাজ্য। এদিন মোট ৫৭ জন পুলিশ কর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে বারাকপুর, বিধাননগর, আসানসোল-দুর্গাপুর, চন্দননগর, হাওড়া-সহ একাধিক পুলিশ কমিশনারেট এবং সুন্দরবন, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং-সহ বিভিন্ন জেলার গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল। স্বরাষ্ট্র দফতরের বিজ্ঞপ্তিতেও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক প্রয়োজনে পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও শক্ত করার লক্ষ্যে

বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে নতুন হাতে। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি তনয় চট্টোপাধ্যায়কে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিষ্ণুপুরে এসডিপিও পদে পাঠানো হয়েছে। বারাসত পুলিশ জেলার হাবড়ার এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাসকে বদলি করে সুন্দরবনের মন্দিরবাজারে পাঠানো হয়েছে। বিধাননগর কমিশনারেটে এসিপি পদে থাকা দীপকুমার দাসকে বনগাঁ পুলিশ জেলার এসডিপিও করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিক ইন্সিতা দত্তকে বদলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিধাননগর কমিশনারেটে, যেখানে তাঁকে এসিপি-র দায়িত্ব দেওয়া হবে। বারাকপুর কমিশনারেটের পার্থরঞ্জন মণ্ডলকে হাওড়া কমিশনারেটে এসিপি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের একাধিক পুলিশ জেলায় একইসঙ্গে এত বড়সড় রদবদল বিরল। বিভিন্ন দফতরে কর্মচাঞ্চল্য বাড়ানো, মাঠপর্যায়ে তৎপরতা বাড়ানো এবং জেলা ও কমিশনারেট স্তরে দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করতেই এই সিদ্ধান্ত।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ, বাংলা ছবির সুসময়

সাউথ সিটিতে হাঁটি হাঁটি পা পা'র জমজমাট প্রিমিয়ার

প্রতিবেদন : শুক্রবার মুক্তি পেল অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত 'হাঁটি হাঁটি পা পা'। সম্পর্কের ছবি। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, রুক্মিণী মৈত্র। বাবা এবং মেয়ের ভূমিকায় দেখা গেছে তাঁদের। ছবিতে চিরঞ্জিত অনবদ্য। রুক্মিণী সম্ভবত নিজের অন্যতম সেরা অভিনয় রেখে গেলেন। ন্যাচারাল অ্যাক্টিং কাকে বলে, দেখিয়ে দিলেন।

কলকাতার সাউথ সিটি মলের আইনক্স প্রেক্ষাগৃহে ছবির জমজমাট প্রিমিয়ারে বসেছিল চাঁদের হাট। দুই তারকার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা-সাংসদ দেব। ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তুলিকা বসু, সন্দীপ ভট্টাচার্য, অঞ্জনা বসু প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁরা। ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে বাবা-মেয়ের গল্প। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেয়েকে নিয়ে দিন কাটান প্রৌঢ় বাবা। অন্যদিকে বিশেষ একটি সম্পর্ক রয়েছে মেয়ের। বাবা এবং মেয়ে দু'জনই ভাবেন একে অপরের কথা। রাগারাগি, মান-অভিমানের মধ্যে দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোয় দু'জনের জীবন। সহজ সরল গল্প। তবে মাঝেমধ্যে ঘটেছে বাঁক বদল। প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ। দর্শকরা কখনও হেসেছেন, কখনও কেঁদেছেন। ছবিটি মন ছুঁয়ে গেছে প্রত্যেকের। এটা বলাই যায়, 'হাঁটি হাঁটি পা পা'র জন্য আগামী দিনে বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে।

তারাতলায় দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : তারাতলা এলাকার এক গুদামে মিলল এক ব্যক্তির দেহ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় তারাতলা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমেছেন লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগের আধিকারিকরাও। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল, কীভাবে গুদামে তাঁর দেহ এল, খুন না নেপথ্যে অন্য কারণ, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তারাতলার এফসিআই-এর গুদামে দেহটি। মাথার পিছনে ছিল আঘাত। মৃতের নাম সামাদ। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায় তাকে। চুরি-ছিনতাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে।

অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিনেতা বিহু ও অভিনেত্রী রোজার রিসেপশনে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও সস্ত্রীক অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক।

উঃমাঃ সেমিস্টার পিছু ফি বেঁধে দিল সংসদ

প্রতিবেদন: সেমিস্টার-পিছু এক-একটা স্কুলে নেওয়া হচ্ছিল এক-একরকম টাকা। এই অভিযোগ আসতেই এবার কড়া নির্দেশিকা জারি করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রত্যেক সেমিস্টার-পিছু কত টাকা নিতে হবে তার নির্ধারিত পরিমাপ বেঁধে দিল সংসদ। প্রত্যেকটি স্কুলের মধ্যে সমতা আনতেই এই নির্দেশ বলে জানানো হয়েছে। জেলায় জেলায় স্কুলগুলিকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশমতো ফি না নিলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, এখন প্রত্যেকটি স্কুলকে পরীক্ষা ফি বাবদ ৭০ টাকা নিতে হবে। এর বেশি টাকা নিলেই সেই স্কুলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই টাকা বরাদ্দ খাতেই ব্যবহার করতে হবে।

দায়িত্বে বার্লা

প্রতিবেদন : রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান হলেন প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লা। বৃহস্পতিবার সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর থেকে এই নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনে দুটি ভাইস চেয়ারম্যানের পদ রয়েছে। একটি খালি ছিল। ওই পদে জন বার্লাকে বসানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আর এক প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান এই কমিশনের চেয়ারম্যান পদে আছেন।

ছাত্রের মৃত্যু

প্রতিবেদন : ব্যস্ত অফিস টাইমে কাশীপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! বেসরকারি বাসের চাকায় পিষে মৃত্যু স্কুল পড়ুয়ার। পুলিশ দ্রুত বাসটিকে আটক করলেও পলাতক চালক। ঘটনার পর কাশীপুরে বিটি রোডে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পুলিশ ফেরার বাসচালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে সাড়ে ১০টা নাগাদ সাইকেলে চেপে স্কুলে যাচ্ছিল কাশীপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র অরণ্য চক্রবর্তী (১৪)। বিটি রোডে তার সাইকেলে ধাক্কা মারে এক বেসরকারি বাস। ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যায় সাইকেল। বাসের সামনের বাঁদিকের চাকায় পিষ্ট হয়ে যায় ছাত্র। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গার্ডেনরিচের রামনগর মোড়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার।

এসআইআর নিয়ে বনগাঁর কর্মিসভায় বক্তা দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

১১৭ নং ওয়ার্ডে ১৩.৬২ লক্ষ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কবিগুরু জলাধারের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন সাংসদ মালা রায়, মেয়র পারিষদ তারক সিং, বরো চেয়ারম্যান রত্না শুর, স্থানীয় কাউন্সিলর অমিত সিং-সহ অন্যরা।

বিনামূল্যে সিএএ শিবির লিখতে বাধ্য হল বিজেপি

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর: এতদিন টাকা নিয়ে সিএএ ক্যাম্পে চলছিল কাজকর্ম। তৃণমূলের প্রতিবাদে অবশেষে এই ক্যাম্পের ব্যানারে বড় বড় করে বিজেপি নেতারা লিখতে বাধ্য হল 'বিনামূল্যে' এই সিএএ ক্যাম্প। আর এই লেখার মধ্যে দিয়েই বিজেপি প্রমাণ করল এর আগে সিএএ ক্যাম্পে টাকা নিয়ে কাজ করা অবৈধ ছিল। কাকদ্বীপ, বাসন্তী ও বনগাঁ সহ বিভিন্ন জায়গায় সিএএ ক্যাম্প খুলে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। এবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগরে বাংলাদেশি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সিএএ সহায়তা কাম্প থেকে টাকা তুলছিল বিজেপি। এই অভিযোগ আসতেই প্রতিবাদে সরব হয় তৃণমূল। এবার বাধ্য হয়েই সেই ক্যাম্পের ব্যানারে বড় বড় করে বিজেপি নেতাদের লিখেছেন 'বিনামূল্যে' এই ক্যাম্প। সিএএ ক্যাম্পকে টাকা তোলার ক্যাম্প বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে সরব হয়েছিলেন। তার পরেই ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গেল বিজেপি। বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে তৃণমূল। স্বরূপনগর উত্তর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, বিজেপির বিনামূল্যের পেছনেও টাকার খেলা চলছে। এটা টাকা তোলার ক্যাম্প। সিএএ ক্যাম্পে আবেদন করে মানুষকে ফাঁদে ফেলছে বিজেপি। বিনামূল্যে কথার পেছনে একটা ব্যবসা চলছে, টাকা তোলা চলছে। মানুষকে বিপাকে ফেলছে বিজেপি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

সম্পাদকীয়

29 November, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দিন

পাঁচ প্রশ্ন ছিল তৃণমূলের। উত্তর দিতে পারলেন না দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তার বদলে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন ১০ জন তৃণমূল সাংসদের সামনে। এবং সেই ভাষণে একটি প্রশ্নেরও উত্তর নেই। বেরিয়ে এসে সাংসদরা যখন বলছিলেন উত্তর না-পাওয়ার কথা, তখন নির্বাচন কমিশনের লোকজন কিছু কাটা-কাটা ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছেন। বলার চেষ্টা করেছেন, সব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে। মিথ্যাচার করছে তৃণমূল। তারপরেই কড়া ভাষায় এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, মিথ্যাবাদী মিস্টার সার, হিম্মত থাকলে ছোট ছোট ভিডিও কেন, গোটা সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনুন। দেশের মানুষের সামনে মিথ্যাচার করবেন না। আর যদি এই মিথ্যাচার চলতে থাকে পাল্টা ডিজিটাল প্রমাণ তৃণমূল কংগ্রেস হাজির করবে। তৃণমূলের প্রশ্ন কী ছিল? ১. এসআইআর প্রক্রিয়া কি অনুপ্রবেশ রুখতে? ২. যদি তাই হয় তাহলে বেছে বেছে কেন বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে, আক্রমণ করা হচ্ছে? ৩. কেন মিজোরাম বা ত্রিপুরার মতো রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? ৪. অবৈধ ভোটার বাছতে যদি এসআইআর হয় তাহলে এই অবৈধ ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত মোদি সরকারের বৈধতা কী? ৫. এসআইআর আতঙ্কে মৃত এবং কাজের চাপে যাঁদের প্রাণ গিয়েছে তাঁদের দায়িত্ব কেন নেবে না কমিশন? এনিয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? মিস্টার এসআইআর স্যার, এত কথার কিছু নেই। কমিশনের অফিসের সামনে আসুন, সাংবাদিকদের ডাকুন, হিম্মত থাকলে, সততা থাকলে জবাব দিন।

e-mail থেকে চিঠি

ওদের ডেকে এনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হোক

কাজ নেই, কর্ম নেই, শুধু তৃণমূল কংগ্রেস ও মা-মাটি-মানুষের সরকারের নিন্দামন্দ করে নিজেদের ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা। এই হল বঙ্গ সিপিএম। এরা দৃষ্টিহীন অন্ধত্বের শিকার কিনা জানি না, ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে বসেছে কি না জানা নেই। কিন্তু এমনটাই হয়েছে, এ আমাদের স্থির বিশ্বাস। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পর্যটনকে বামেরা বিনোদন হিসেবে দেখত। তাই বাজেটে মাত্র ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করত। রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসার পর পর্যটনকে শিল্প হিসেবে দেখছে। ৪০০ কোটিরও বেশি টাকা বাজেটে পর্যটনের জন্য বরাদ্দ করে তৃণমূল সরকার। কর্মসংস্থানের সব থেকে বড় জায়গা পর্যটন। সেই ভাবনাতে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিছক ধর্মীয় স্থান গড়ে তোলা নয়, মুখ্যমন্ত্রী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তাই তিনি এই মহাকাল মন্দিরের মধ্য দিয়ে এখানেই কালচারাল অ্যান্ড রিলিজিয়ান ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে চলেছেন। এর ফলে শিলিগুড়ি ও আশপাশ এলাকায় পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সেই সঙ্গে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু বাম আমলের পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এখনও ওই মন্দিরের স্থান নির্বাচনের সমালোচনা করে চলেছেন। তাঁর কথায়, মন্দির তৈরি করা সরকারের কাজ নয়। শিল্প স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট জমি রাখা হয়েছিল। তিনি ও তাঁর পার্টি সম্ভবত চোখের সামনে দিঘার জগন্নাথ মন্দির দেখতে পাচ্ছেন না। জগন্নাথ মন্দির তৈরির পর দিঘাতে পর্যটকের ঢল নেমেছে। অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছে। আসলে অশোকবাবুরা এভাবে ভবিষ্যৎকে দেখেননি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাই তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ-ধরনের কালচারাল অ্যান্ড রিলিজিয়ান ইনস্টিটিউট গড়ার দিকে পা বাড়িয়েছেন। অশোকবাবু শিলিগুড়ি পুরসভাকে কী অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছেন, আর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর সাড়ে তিন বছরের মধ্যে কী পরিবর্তন হয়েছে, সেটা মিলিয়ে দেখার জন্য অশোকবাবুকে বাড়িতে গিয়ে মহাকাল মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসা দরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে গৌতম দেবের উৎসাহে শিলিগুড়ির উন্নয়ন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। এটাই সময়ের দাবি।

— প্রতীক রাই, শিলিগুড়ি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কেন এই আতঙ্কের SIR?
দায়ী বিজেপি-জ্ঞানেশ কুমার

এসআইআর ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই বহু বৈধ নাগরিককে নানা অজুহাতে ভোগান্তিতে ফেলা হতে পারে। সেই আশঙ্কার সূত্রে কয়েকটা জিজ্ঞাসা, যার উত্তর নেই বিজেপির দালালদের কাছে। লিখছেন **আকসা আসিফ**

ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন, সংক্ষেপে এসআইআর ব্যাপারটাকে ভয়াবহ আতঙ্কের চেহারা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। বঙ্গ বিজেপির নেতারা নানা সময়ে বিবিধ হুংকার শোনাচ্ছেন। কখনও বলছেন, এক কোটি নাম যাবে। সংখ্যাটি কখনও আবার হচ্ছে দেড় কোটি কিংবা দুই কোটি। বিদেশি, মৃত, স্থানান্তরিত ও ডুপ্লিকেট নাম বাদ দেওয়া নিয়ে কোনও সচেতন ভারতবাসীর আপত্তি থাকার কথা নয়, এবং এই উদ্যোগে কেউ আপত্তি করছেও না। কিন্তু বিদেশি বিতাড়নের হুজুগের আঁচ এদেশের বৈধ নাগরিকদের উপর পড়বে না তো? কেননা, এসআইআর নিয়ে কেউই প্রস্তুত ছিল না। যাদের ভোটার লিস্টে নাম এবং ভোটার কার্ড (এপিক) আছে, যারা প্রতিবার ভোট দেয়, তারা জানে ছাব্বিশেও ভোট দেবে যথারীতি। কারণ এদেরই ভোটে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে সরকার তৈরি হয়েছে। সেই নির্বাচিত সরকার চলছে এবং দেশগঠনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তাহলে 'বৈধ' এবং 'অবৈধ' নাগরিক আলাদাভাবে চিহ্নিত করার হঠাৎ কী প্রয়োজন পড়ল? এই রহস্য আম পাবলিকের কাছে সত্যিই বোধগম্য নয়।

আসলে, মোদি জমানায় কমবেশি প্রত্যেকেরই ঘর পোড়া গোরুর দশা। নোট বন্দির পর ভোটবন্দির আতঙ্ক গ্রাস করেছে সারা ভারতকে। আধার নিয়ে যে কাণ্ড একদশক যাবৎ চলেছে তার সঙ্গে তুলনীয় ঝামেলায় ভারতবাসীকে কমই পড়তে হয়েছে। এছাড়া এনআরসি নিয়ে তো অসমের বাঙালিদের জিনা হারাম হওয়ার অবস্থা। এসআইআরের অভিজ্ঞতা বিহারবাসীরও ভাল নয়। বিহারে বহু যোগ্য ভোটারকে 'মৃত' কিংবা 'রাজ্যছাড়া' দেখানো হয়েছিল! ফলে খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছিল ৬৫ লক্ষ নাম। সবাধিক ছাঁটাই হয়েছিল সীমান্ত এলাকায়। অন্তত ৮০টি বিধানসভা ক্ষেত্রে পঞ্চাশের কম বয়সি বহু ভোটারকে 'মৃত' দেখানো হয়েছিল। ভাগলপুরে একটি পোলিং স্টেশনের এমন ৫৬ জন বঞ্চিত ভোটারের মধ্যে ৫০ জনেরই বয়স পঞ্চাশের নিচে। শেষমেশ শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে বেশিরভাগ ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করতে বাধ্য হয় ইসিআই। শুধুমাত্র পূর্ণিয়াতেই খসড়া তালিকায় প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার নাম বাদ যায়। যদিও চূড়ান্ত তালিকায় তার থেকে ৮৩ হাজার নাম ফের ঢোকাতে হয়েছে কমিশনকে। এই ইস্যুতে ইসিআই কতখানি চাপে পড়েছিল, খসড়া এবং চূড়ান্ত তালিকার মধ্যেকার পার্থক্যটাই তার প্রমাণ। চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৪৭ লক্ষে। অর্থাৎ, ২১ লক্ষ ৫৩ হাজার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে তারা বাধ্য হয়েছিল কমিশন। অন্যদিকে, এসআইআর পর্ব শেষ হওয়ার আগেই ডিটেনশন সেন্টার তৈরির প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েছে ইউপি প্রশাসন। দিনকয়েক আগেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জেলায় জেলায় ডিটেনশন সেন্টার নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর উৎপাত। সেই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে উঁকি দিচ্ছে এই সমগ্র বিপদটাই। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আপাতত যত সংখ্যক ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে, তার সঙ্গে প্রায় ২৮ লক্ষ ভোটারের তথ্য ২০০২ সালের

তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং ও ম্যাচিং করানো সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ মৃত ভোটার। বাকিদের কোনও হদিশ নেই। প্রশ্ন উঠছে, তালিকা থেকে কি তাহলে ২৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়া একরকম নিশ্চিত? ইঙ্গিত তেমনই। প্রতিদিন রাজ্য জুড়ে গণনা ফর্ম ডিজিটাইজেশনের তথ্য সংগ্রহ করছে কমিশন। বুধবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৭৮.৪২ শতাংশ ফর্ম ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়েছে। জেলাগুলির তথ্য বলছে, এ-যাবৎ প্রায় ৯ লক্ষ মৃত ভোটারের হদিশ মিলেছে। বাকি ১৯ লক্ষ ডুপ্লিকেট, শিফটেড কিংবা অ্যাবসেন্ট। ফলে আপাতত খসড়া তালিকা থেকে ২৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়ছে। আগামী দিনে ছবিটা আরও স্পষ্ট হবে। খসড়া তালিকা প্রকাশ পাবে ৯ ডিসেম্বর। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিরও এই তারিখ ধার্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আমাদের দলের বক্তব্য, এসআইআর ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই বহু বৈধ নাগরিককে নানা অজুহাতে ভোগান্তিতে ফেলা হতে পারে।

এ জন্যই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার একটা বিষয়েই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। সেটি হল, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় (এসআইআর) ১০০ শতাংশ 'এনুমারেশন ফর্ম' যাতে জমা পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলায় এসআইআর চালু হয়েছে গত ২৮ অক্টোবর এবং প্রথম দিনেই আত্মহত্যা করেন প্রদীপ কর নামে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের বাসিন্দা। ২৮ নভেম্বর, শুক্রবার পর্যন্ত গণনাপত্রের (এনুমারেশন ফর্ম) পূরণ এবং জমা নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ১৮ জন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দুই বিএলও। বাকি ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে এবং ব্রেন স্ট্রোকে। মৃতদের পরিবারগুলির দাবি, আশঙ্কা এবং আতঙ্কে ওই পরিণতি। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদে— ন'জনের। তার পরে রয়েছে দুই মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনা। এসআইআর আতঙ্ক এবং কাজের চাপে মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে হুগলি, দুই দিনাজপুর, হাওড়া, হুগলি এবং জলপাইগুড়ি জেলাতেও।

জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে আত্মহত্যা করেছিলেন ১২,৮১৯ জন। যা তার আগের বছরের তুলনায় ৬৯১ জন কম। পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা শূন্য। কিন্তু নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে বা ভোটার থাকবেন কি না, সেই আশঙ্কায় আত্মহত্যা নজিরবিহীন। সাম্প্রতিক অতীতে এমন কোনও দৃষ্টান্ত মেলেনি। তেমনই প্রশাসন নির্দেশিত সরকারি কাজ করতে গিয়ে কাজের চাপে আত্মহত্যা কিংবা অসুস্থ হয়ে গিয়ে মারা গিয়েছেন, এমন অভিযোগও অভিনব। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, দেশের আরও ১১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও একই সঙ্গে শুরু হয়েছে এসআইআরের কাজ। অন্যান্য রাজ্যেও বিএলও-র মৃত্যুর খবর মিলেছে। তাঁদের অনেকে আত্মহত্যা করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার চাপকেই দায়ী করা হচ্ছে সেখানেও।

সত্যি কথা বলতে কী, জ্ঞানেশ কুমারের হাতে রক্ত লেগে আছে! তাঁর কারণেই এত মৃত্যু এবং এত উৎকণ্ঠা!

যদি দম থাকে, তবে পাঁচটা প্রশ্নের জবাব দিক খুনি জ্ঞানেশ কুমারের কমিশন।

১) এসআইআর কি সত্যিই ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণের জন্য করা হচ্ছে, না কি বাংলা ও বাঙালিকে নিশানাই মূল উদ্দেশ্য? যদি তা না হয়, তা হলে অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার জন্য অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরামে, অরুণাচলপ্রদেশের মতো বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যগুলিতে কেন এই প্রক্রিয়া হচ্ছে না? শুধু বাংলাতেই কেন?

২) ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় যদি অবৈধ ভোটার থেকে থাকে, তা হলে সেই ভোটে নির্বাচিত সরকার কী করে ক্ষমতায় থাকতে পারে?

৩) বিহারে এসআইআর করে কত বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করতে পেরেছে কমিশন?

৪) বিজেপি নেতারা অহরহ বলছেন, এসআইআরের পরে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে এক কোটির বেশি নাম বাদ যাবে। কী ভাবে তাঁরা এ কথা বলছেন? কমিশন কি তা হলে বিজেপি-নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় পরিণত হয়েছে?

৫) উল্লিখিত এতগুলো মৃত্যুর দায় কার?

উত্তর না দিতে পারলে এই এসআইআর প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ হোক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগামী রবিবার রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা। চাকরিপ্রার্থীদের স্বার্থে ওইদিন বাড়তি লোকাল ট্রেন চলবে শিয়ালদহ শাখায়

এআই দিয়ে নগ্ন ছবি ভাইরাল

আত্মহত্যা কিশোরীর

প্রতিবেদন : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কিশোরীর নগ্ন ছবি ভাইরাল! অপমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী মাধ্যমিকের ছাত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘর থেকে নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এক যুবক-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে নাবালিকার পরিবার। আত্মঘাতী কিশোরীর মায়ের আক্ষেপ, সামনের বছর মেয়েটার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। কিন্তু জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় আর বসা হল না! পুলিশ সূত্রে খবর, সোনারপুরে মামার বাড়িতে থাকত দশম শ্রেণির ওই পড়ুয়া। সেখানে স্থানীয় এক যুবক তাঁকে নিয়মিত উত্ত্যক্ত করত বলে অভিযোগ পরিবারের। এমনকী, কিশোরীর বেশ কিছু ছবি এআইকে কাজে লাগিয়ে নগ্ন ছবি তৈরি করে তা সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়া হয় বলে দাবি পরিবারের। তারপর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগে অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। যদিও কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে সবদিক খতিয়ে দেখছে।

বন্দুক কার্তুজ-সহ ধৃত এক দুষ্কৃতী

প্রতিবেদন : গোপন তল্লাশি অভিযানে ভাটপাড়া পুলিশের বিরাট সাফল্য! জালে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল কার্তুজ-সহ এক দুষ্কৃতী। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ভাটপাড়া পুরসভার ৬ নং গলির একটি বাড়িতে হানা দেয় ভাটপাড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় ২টি পাইপগান ও ১০ রাউন্ড কার্তুজ। হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ আসলাম নামে এক দুষ্কৃতীকে। ধৃতকে প্রাথমিক জেরা করা হয়েছে। শুক্রবার তাকে আদালতে পেশ করে হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। কী কারণে ওই অস্ত্র ও কার্তুজ মজুত করা হয়েছিল? অন্য কোথাও পাচারের জন্য আনা হয়েছিল নাকি এলাকায় হিংসা ছড়ানোর জন্য মজুত ছিল বন্দুক, কার্তুজ? কাদের মাধ্যমে কোথা থেকে কীভাবে ওই অস্ত্র এল? সেই তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

টোটোচালকদের নিবন্ধীকরণের সময়সীমা বাড়ল আরও একমাস

প্রতিবেদন : টোটোচালকদের নিবন্ধীকরণের সময়সীমা আরও একমাস বাড়াল পরিবহণ দফতর। বিভিন্ন টোটোচালক সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট মহলের আবেদনের ভিত্তিতে ৩০ নভেম্বরের বদলে শেষ তারিখ করা হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর। বুধবার পরিবহণসচিব সৌমিত্র মোহনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যের নানা জায়গা থেকে অনুরোধ এবং এখনও পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের ধীরগতির কারণেই এই সিদ্ধান্ত।

সরকারি হিসেব বলছে, রাজ্যজুড়ে চলাচলকারী টোটোর সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি। অথচ এখন পর্যন্ত মাত্র প্রায় ৭৫ হাজার গাড়ির নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক টোটোকে একত্রে আইনি কাঠামোর আওতায় আনা কয়েকদিনে সম্ভব নয় বলেই সময় বাড়ানো ছাড়া

উপায় ছিল না। লক্ষ্য হল—সর্বাধিক টোটোকে নথিভুক্ত করে পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করা। গত ১৫ অক্টোবর থেকে রাজ্য সরকার টেম্পোরারি টোটো এনরোলমেন্ট নম্বর (টিটিইএন) দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অনুমোদনহীন বা স্থানীয়ভাবে তৈরি টোটোগুলিকে বৈধ ডেটাবেসে আনতে এই উদ্যোগ। এর ফলে যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাস্তায় শৃঙ্খলা ফেরানো—দুটোই সহজ হবে বলে মনে করছে প্রশাসন।

নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি নিবন্ধীকৃত টোটোর জন্য বিশেষ কিউআর কোডযুক্ত স্টিকার বাধ্যতামূলক। মালিকের নাম, ঠিকানা, চলাচলের এলাকা ও নির্দিষ্ট রুট—সব তথ্য এই স্টিকারে সংযুক্ত থাকবে এবং সরকারি পোর্টালে আপলোড করা থাকবে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত গাড়িকে চিহ্নিত করা যায়। ফি কাঠামোও সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। প্রথম ছয় মাসের জন্য এনরোলমেন্ট ও এলাকাভিত্তিক অনুমোদনের ফি ১,০০০ টাকা। সপ্তম মাস থেকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে দিতে হবে। তবে ৩১ ডিসেম্বরের বর্ধিত সময়সীমা শেষ হলে প্রশাসন যে কঠোর অবস্থান নেবে, তাও স্পষ্ট করেছে পরিবহণ দফতর।

হাওড়া শাখায় বাতিল ট্রেন

প্রতিবেদন : ফের যাত্রী ভোগান্তি হাওড়া শাখায়। শিয়ালদহের পর এবার হাওড়া ডিভিশনেও বাতিল একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ, ওভারহেড ও ট্র্যাকের কাজ এবং সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জেরেই ট্রেন বাতিল বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, রবিবার হাওড়া, বর্ধমান, শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল, আরামবাগ থেকে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। একইসঙ্গে হাওড়া-আরামবাগ লোকালের যাত্রাপথ সংক্ষেপিত করা হচ্ছে। ফলে ছুটির দিন হলেও যাত্রীদের আরও ভোগান্তির শিকার হতে হবে, বলাই বাহুল্য।

১৫ লক্ষ মৃত ভোটার শনাক্ত

দায়ী অতীতের ত্রুটিপূর্ণ সংশোধনই

প্রতিবেদন : রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় এখনও পর্যন্ত, ১৫ লক্ষের বেশি মৃত ভোটারকে শনাক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ফর্ম বিলি হয়েছে। ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম ইতিমধ্যেই ডিজিটাইজ হয়েছে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন রাজ্যে মোট ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার মৃত ভোটারকে শনাক্ত করা গিয়েছে। মৃত, নিখোঁজ, স্থানান্তরিত এবং একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মোট ২৭ লক্ষ ৭১ হাজার ভোটার। এর মধ্যে নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬১ হাজার। ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ভোটারকে 'স্থানান্তরিত' বলে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ডুপ্লিকেট হিসেবে উঠে এসেছে ৫৮ হাজার ১৬৪ নাম। সব মিলিয়ে মোট ২৭ লক্ষ ৭১ হাজার। আর এর জন্য দায়ী অতীতের ত্রুটিপূর্ণ সংশোধনই।

রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এনুমারেশন ও ডিজিটাইজেশনের কাজ দ্রুততর করতে বিশেষ নজরদারি চলছে। জেলা প্রশাসনকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিটি খাতের তথ্য যাচাই করে আপলোড করা হয়। পাশাপাশি বিএলও-রা যে চাপের মুখে রয়েছেন, সেটাও স্বীকার করছে প্রশাসন। নতুন করে মাঠপর্যায়ে দল গঠন করে তথ্য খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

এদিকে, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার উপর কঠোর নজরদারির জন্য নির্বাচন কমিশন বিশেষ রোল অবজারভার নিয়োগ করেছে। ওই পদে নিয়োগ করা হয়েছে প্রাক্তন আইএএস সুব্রত গুপ্তকে। এই স্পেশাল রোল অবজারভারের সঙ্গে থাকছে আরও ১২ জন আইএএস অফিসারের একটি বিশেষ দল। রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা, অভিযোগ যাচাই এবং সমস্ত তথ্য পুনরায় পরীক্ষা করার কাজেই মূলত তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে।

আর কিছুদিনের মধ্যে হাওড়ার টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে চালু হচ্ছে মা ক্যান্টিন। রোগীর পরিজনদের জন্য এই প্রকল্প চালুর জন্য ৬ মাস আগে সংশ্লিষ্ট দফতর ও বালি পুরসভার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যুব তৃণমূল নেতা কৈলাস মিশ্র। বৃহস্পতিবার সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পর মা ক্যান্টিনের জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি।

সোমে লোকায়ুক্ত নির্বাচনের বৈঠক

প্রতিবেদন : রাজ্যে লোকায়ুক্ত নির্বাচনের বৈঠক ডাকল রাজ্য সরকার। সোমবার ১ ডিসেম্বর নবান্নে এই বৈঠক হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য বিরোধী দলনেতাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। ওই একই দিনে রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং একজন সদস্য নির্বাচন করার জন্য বৈঠক ডাকা হয়েছে।

ভাটপাড়ায় ধৃত কুখ্যাত দুষ্কৃতী

প্রতিবেদন : ভাটপাড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল এনআইএ। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে টিটাগড় থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার জালে ধরা পড়েছে মহম্মদ জাভেদ ওরফে আন্ডা। ২০২৪ সালের ২৮ অগাস্ট এক বিজেপি নেতার উপর আক্রমণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ওই দুষ্কৃতীকে। ঘটনায় তদন্তে নেমে প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার করে পুলিশ। উঠে আসে মহম্মদ জাভেদের নাম। তারপর তদন্তভার চলে যায় এনআইএ-র হাতে। এতদিনে তদন্তকারীদের হাতে ধরা পড়ে ওই দুষ্কৃতী। তার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না দেখছে তদন্তকারীরা। জাভেদ ধরা পড়ায় স্বস্তির হাওয়া এলাকায়।

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে বাংলার ভোট রক্ষা শিবিরে স্থানীয় বিধায়ক ও জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন।

নক্ষত্র ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বিডি ব্লকের মাঠে বাঙালিয়ানা উৎসবের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ রহিমা বিবি মণ্ডল ও আরিত্রিকা ভট্টাচার্য এবং স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না ভৌমিক। এই মেলায় নিজের হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে এসে বিক্রি করেন শিল্পীরা।

সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা উদ্যোগী হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ

সংবাদদাতা, হাওড়া : দিনে দিনে বাড়ছে সাইবার ক্রাইম। ভুয়ো লিঙ্কের ফাঁদ পেতে হোক কিংবা বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফার টোপ দিয়ে লক্ষ-কোটি টাকা লুটছে সাইবার প্রতারকরা। বিশেষ করে প্রবীণদেরই টার্গেট করেই চলে প্রতারণাচক্র। তাই এবার ক্রমবর্ধমান সাইবার ক্রাইম নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগী হল হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ। 'ফেসবুক লাইভ'-এর মাধ্যমে শুক্রবার এই সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশ নেন হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) পুলিশের ডেপুটি সুপার মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। ছিলেন হাওড়া জেলা পুলিশের সাইবার শাখার অফিসাররা। হাওড়া (গ্রামীণ)পুলিশের ডেপুটি পুলিশ সুপার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ওই ফেসবুক লাইভে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' এবং 'মিডিয়া স্ক্যাম' সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এবিষয়ে সচেতন করেন।

রাজ্য
29 November, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফর্ম জমা ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। শুক্রবার পর্যন্ত কমিশনের হিসেবে প্রায় ২৮ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম আনকালেক্টেড— জানাল কমিশন

হাওড়ায় গুলিবিদ্ধ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর সঙ্গী

সংবাদদাতা, হাওড়া : দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে গুরুতর জখম হলেন হাওড়ার নিশ্চিন্দার সাঁপুইপাড়া-বসুকাঠি পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ওই অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান বাবু মণ্ডল ও তাঁর এক সঙ্গী অনুপম রানা। বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার বালির নিশ্চিন্দায় বুড়ো শিবতলার কাছে ওই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণ খেয়ে অনুপমের বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন বাবু। তখনই বুড়ো শিবতলার কাছে তাঁদের বাইকের সামনে এসে বাবুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা। বাবুর কাঁধে ও কোমরে গুলি লাগে। অনুপম বাধা দিতে গেলে তিনিও গুলিবিদ্ধ হন। দু'জনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। স্থানীয় লোকজন দুজনকে উদ্ধার করে দ্রুত উত্তর হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে বাবু মণ্ডলের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শুক্রবার তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

গুলিবিদ্ধ পঞ্চায়েত প্রধান বাবু ওরফে দেবব্রত মণ্ডল।

পুরো ঘটনা সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন হাওড়া জেলা (সদর) তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র, ডোমজুড় কেন্দ্র যুব তৃণমূল সভাপতি নুরাজ মোল্লা-সহ দলের নেতা-কর্মীরা। ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী-সহ পুলিশ কর্তারা। কল্যাণ ঘোষ বলেন, বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময় বাবু ওরফে দেবব্রত এবং তাঁর যে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাঁকে গুলি করা হয়। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুষ্কৃতীদের কঠোর সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন করেছি। পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী বলেন, এই গুলি-কাণ্ডে যে বা যারা যুক্ত তাদের ধরা হবে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের খোঁজ চলছে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কী কারণে এই ঘটনা তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ক্ষতিপূরণের দু'লক্ষ টাকা দেওয়া হল প্রীতমের মাকে

প্রীতমের মায়ের হাতে চেক দিচ্ছেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

সংবাদদাতা, বারাসত : কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবক প্রীতম ঘোষের মা কৃষ্ণা ঘোষের হাতে দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল শুক্রবার। এদিন জেলাশাসকের দফতরে জেলাশাসক শশাঙ্ক শেট্টি, বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, অরুণ ভৌমিক, সজল ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে সাংসদ মৃতের মায়ের হাতে চেক তুলে দেন। সেই সঙ্গে পরিবারের পাশে থাকারও প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। সম্প্রতি বনগাঁয় সভা করে ফেরার পথে হাসপাতালে সামনে বিক্ষোভ দেখে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে বিষয়টি জানতে চান। সেই সময় চোখ খোয়া যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসলে তিনি চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। চাকরির নিয়োগপত্র বুধবারই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারপর এদিন, ক্ষতিপূরণের ২ লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হল।

দুর্বল সেনিয়র শক্তি বাড়াচ্ছে দিতওয়াহ

প্রতিবেদন : একদিকে যেমন দুর্বল হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার ঠিক সেই সময়েই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হল নতুন ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়াহ'। যদিও এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বাংলায় তেমন পড়বে না বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলে দেখা যায় তা শীত প্রবেশের ক্ষেত্রে সহযোগী উত্তুরে হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সে-সম্ভাবনা নেই বলেই আশ্বস্ত করেছেন

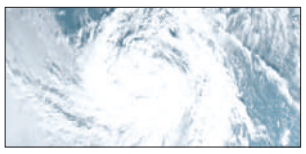

আবহাওয়াবিদেরা। এই নতুন ঘূর্ণিঝড় ৩০ নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার সকালে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরির কাছে উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলে পৌঁছবে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব তেমন না পড়লেও এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়ছে না বঙ্গে। ২ ডিসেম্বরের আগে তেমনভাবে শীত অনুভূত হবে না। ৪ তারিখ থেকে তাপমাত্রা নামতে পারে ১৫ ডিগ্রিতে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ারে তাপমাত্রা নেমেছে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উত্তর চব্বিশ পরগনার খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রে বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরের ওয়াররুমে এসআইআর-সংক্রান্ত কাজের পর্যালোচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় কর্মীরা। শুক্রবার।

বিজেপি উল্টো আসন গুনবে: হুঙ্কার সায়নীর

হিঙ্গলগঞ্জে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে সাংসদ সায়নী ঘোষ।

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ: একুশে ভাঙা পায়েই ২১৩টি আসন হয়েছিল। এবার দু'পা ভালো আছে। ভালো খেলব। আসনও বাড়বে। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় শুরু হওয়া দু'দিন ব্যাপি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে এসে এমনই আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য করলেন রাজ্য যুব তৃণমূল সভানেত্রী তথা সাংসদ সায়নী ঘোষ। তাঁর কথায়, খেলা হবে ২৬-এ, উল্টো আসন গুনবে বিজেপি। এখন ঠান্ডা আছে দিল্লিতে, গিয়ে গরম করব। ১ ডিসেম্বর শীতকালীন অধিবেশনে। অনুষ্ঠানে সাংসদ সায়নী ছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল। সায়নী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশে ভাঙা পায়ে খেলে ২১৩ পেয়েছেন। এবার দুটো পা তো ভালো, দেখবেন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দারুণ খেলা হবে। এ খেলা গতবারের থেকে আরও ভালো হবে। যারা একসময় দিল্লি থেকে এসে বলেছিল ২০০ আসন পাবে, তারা এখন চুপ হয়ে গিয়েছে। সংখ্যাটাই আর বলছে না। এবার ২০২৬ এর নির্বাচনে যে ক'টা আসন আছে, তাতে বিরোধীরা উল্টো গোনা শুরু করবে। সাংসদ বলেন, শীত পড়েছে, পয়লা ডিসেম্বর থেকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চোখে চোখ রেখে অধিবেশন বক্তব্য রাখব। দেশের মানুষ দেখবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে আমরা নই, কিন্তু আমরা চাই বৈধ ভোটার যেন একজনও বাদ না যায়। এখন থেকেই খেলা শুরু হয়ে গেল। আমরা ভয়ংকর খেলা খেলি না, আমরা মিষ্টি খেলা খেলি। আমারা ভালোবাসা, বিশ্বাস, আস্থা, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, উন্নয়নের খেলা খেলি। বাংলার সাধারণ মানুষ, মা-বোনেরা ফুটবল খেলবে গোটা ভারত দেখবে।

বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক খাল সংস্কার প্রকল্পের উদ্বোধনে স্থানীয় বিধায়ক তথা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

মধ্যমগ্রাম বিধানসভার সেন্ট্রাল অফিসে বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরে প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ-সহ অন্যেরা।

প্রয়াত তৃণমূল কর্মী

সংবাদদাতা, কোন্নগর : শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন হুগলির নবগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পার্থ বিশ্বাস। ওঁর অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া এলাকায়। জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ বলেন, পার্থ দীর্ঘদিনের পুরনো তৃণমূল কর্মী ছিলেন। ভালো সংগঠক ছিলেন। দলের কর্মসূচিতে খুবই সক্রিয় থাকতেন। এত কম বয়সে তাঁর হঠাৎ মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। তার পরিবারের প্রতি পূর্ণ সমবেদনা রইল। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাড়িতে এসে অনেকেই শ্রদ্ধা জানান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতের তারে হাত লেগে জখম বিদ্যুৎকর্মী। শুক্রবার ধূপগুড়ির ঘটনা। জখম কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

আমার বাংলা
29 November, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

উত্তরের চার জেলায় ভোট রক্ষা শিবিরে নেতৃত্ব দিলেন পাশে থাকার বার্তা

কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর চেষ্টা করছে কমিশন: উদয়ন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: হঠকারী সিদ্ধান্ত। সময় কম। আর তাতেই হচ্ছে সমস্যা। তালিকায় একাধিক ভুল। এককথায় কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। অতিরিক্ত কাজের চাপ। একের পর এক মৃত্যুর খবর আসছে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটা এবং বানারহাট ব্লকের তৃণমূলের তরফে তৈরি বাংলার ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শন করে এভাবেই কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ছিলেন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপ, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রামমোহন রায়, জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি বাবন পাল-সহ অন্যান্য তৃণমূল প্রমুখ। এদিন প্রতিটি শিবিরে গিয়ে বিএলএদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দ্রুততার সঙ্গে কাজ হচ্ছে বর্তমানে প্রায় ৮৬ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে। দু'দিনের মধ্যে ১০০ শতাংশ কাজ হয়ে যাবে আশাবাদী তিনি।

■ মালবাজারে মিছিলে উদয়ন গুহ, বুলুচিক বরাইক, মহুয়া গোপ প্রমুখ।

ফর্ম ফিলাপ করুন দেখে পাশে আছে দল: দিলীপ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : প্রত্যেকে ফর্ম দেখে ফিলাপ করুন। সাধারণ মানুষেরে সহায়তায় দলের তৃণমূলের তরফে সহায়তা শিবির করা হয়েছে। আমরা আপনাদের পাশে আছি, আতঙ্কিত হবেন না। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের মাথাভাঙায় জেলা নেতৃত্বর সঙ্গে বৈঠক ও সহায়তা শিবির পরিদর্শন করে এমনই বার্তা দিলেন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। এসআইআর সম্পর্কে জেলার রিপোর্ট সরেজমিনে জানতে বৃহস্পতিবার রাতেই কোচবিহারের সার্কিট হাউসে আসেন দিলীপ মণ্ডল। শুক্রবার থেকে সাংসদ ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল মাথাভাঙা ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শুরু করেন। নিশিগঞ্জ থেকে পরিক্রমা শুরু করেন তিনি। নিশিগঞ্জ মদনমোহন বাড়ি, ফুলবাড়ি, ঘোকসাডাঙা, উনিশবিশার এসআইআর সম্পর্কে সহায়তা শিবিরে বক্তব্য রাখেন এই জেলার রাজ্যের প্রতিনিধি দিলীপ মণ্ডল।

■ মাথাভাঙায় জেলা নেতৃত্বর সঙ্গে বৈঠকে দিলীপ মণ্ডল।

আতঙ্কিত হবেন না সীমান্তবাসীরা: প্রসূন

■ হিলি সীমান্তের শিবিরে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: আপনাদের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আতঙ্কিত হবেন না। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে শিবির করে সীমান্তবাসীদের এমনই বার্তা দিলেন তৃণমূল নেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার হিলি ও বালুরঘাট ব্লকের এসআইআর ভোট রক্ষা শিবিরে করেন তিনি। আজ, শুক্রবার তপন বিধানসভা এলাকা ও গঙ্গারামপুর বিধানসভা এলাকার ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শন করেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ওয়ার রুমে বসে জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে নানান বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। তপন বিধানসভা এলাকার বাংলার ভোট রক্ষা শিবিরে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, জেলা পরিষদ সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সভাধিপতি লিপিকা রায় সহ নেতৃত্ব।

দুই বাগানে শিবির

প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই নিরীহ চা-শ্রমিকেরা রয়েছেন আতঙ্কে। মাথার ওপর ছাদ চলে যাবে না তো? কী করবেন তাঁরা? এসব ভেবে যখন অসহায় অবস্থা চা-শ্রমিকদের, তখনই পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শ্রমিকদের সহায়তায় চা-বলয়ে বিশেষ করে হচ্ছে সহায়তা শিবির। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে প্রতিদিন চা-বাগান ধরে ধরে হচ্ছে শিবির। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার হাঁসখোয়া চা-বাগান (আরডি) বাংলার ভোট রক্ষা শিবির হয়।

■ চা-শ্রমিকদের সহায়তায় আইএনটিটিইউসি। আছেন নির্জল দে।

প্রকৃত ভোটারের নাম নথিভুক্ত করা একমাত্র লক্ষ্য: সামিরুল

■ শিবিরে সামিরুল ইসলাম, সত্যজিৎ বর্মন প্রমুখ।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: প্রকৃত ভোটারের নাম নথিভুক্ত করতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার জেলার ইটাহার রায়গঞ্জ হেমতাবাদ কালিয়াগঞ্জ জুড়ে ভোট রক্ষা শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। বৈঠক করেন মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন সহ দলের জেলা নেতৃত্বদের সাথে। ওয়ার রুম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন বুথে গিয়ে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন যাতে একটিও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলছেন বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন এসআইআরের মাধ্যমে আসলে সাধারণ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। এভাবেই বাংলা দখলের কুনাট্য তৈরির চক্রান্ত চলছে। তা রুখতে তৃণমূলের সর্বস্তরে নেতা-কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রত্যেকটি ফর্ম যাতে নির্ভুলভাবে পূরণ হয় সেইদিকেও বার্তা দেন তিনি। ভোটার তালিকায় ১০০% প্রকৃত ভোটারের নাম নথিভুক্ত করতে দল বদ্ধপরিকর।

রাতের অন্ধকারে গাড়ির সামনে লেপার্ড! ভাইরাল হয়েছে ভিডিও

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: দু'পাশে চা-বাগান। মাঝে সরু রাস্তা। ওই রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলেছে গাড়ি। হঠাৎ করে অন্ধকারে চা-বাগানের ঝোপের মধ্যে জ্বলে উঠল একজোড়া চোখ! গাড়ির আলো দেখেই একেবারে ঝপাৎ করে রাস্তায় পূর্ণবয়স্ক একটি চিতাবাঘ! সরকারি কাজ সেরে মতিধর এলাকা দিয়ে ফেরার সময় বৃহস্পতিবার রাতে মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা এমনই এক ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হন। বন্যপ্রাণীর যেন কোনও সমস্যা না হয়, বা প্রাণীটি যাতে আতঙ্কিত না হয় তাই চালককে গাড়ি থামাতে বলেন তিনি। সহকারী সভাধিপতি ও তাঁর সঙ্গে থাকা সঙ্গীরা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও পরিস্থিতি সামলে গাড়ি না সরিয়ে স্থির থাকেন সবাই। এরপর রোমা রেশমি এক্কা মোবাইলে ভিডিও করতে শুরু করেন। ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যায়, চিতাবাঘ কিছুক্ষণ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চা-বাগানের ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। পরে ভিডিওটি তিনি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে পড়ে। সহকারী সভাধিপতি জানান, প্রথমবার এত কাছে থেকে চিতাবাঘ দেখলাম।

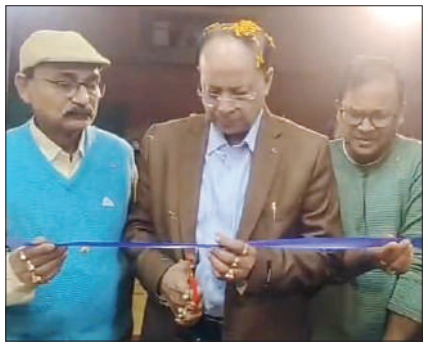

■ ৩২তম বালুরঘাট এক্সপোর উদ্বোধনে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। শুক্রবার এই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র-সহ অন্যরা। উদ্বোধনের পর প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখেন মন্ত্রী।

আমার বাংলা

29 November, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলায় জেলায় ভোট রক্ষা শিবিরে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের নজরদারি

আজ মুর্শিদাবাদের ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআর সংক্রান্ত কর্মিসভায় বিশাল কর্মী-সমর্থকেরা হাজির হন। সভায় মূল বক্তা ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়ায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতে এসেছিলেন মানস ভুঁইয়া। বাঁকুড়া তৃণমূল ভবনে ইনডোর মিটিংয়ে দলীয় সাংগঠনিক কর্মীদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মানস। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কিছু বলতে চাননি। তবে জানা গিয়েছে এসআইআর-এর কাজকর্ম নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। কী করণীয় সে-ব্যাপারে কর্মীদের পরামর্শ দিয়েছেন। ছিলেন সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, জেলা সভাধিপতি অনসূয়া রায়, অলকা সেন মজুমদার, তারাশঙ্কর রায় প্রমুখ।

তৃণমূলের এসআইআর-এর সহায়তা শিবিরের কাজকর্ম দেখার দায়িত্ব দু'দিন আগেই পেয়েছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তার পরদিন থেকেই তিনি ময়দানে নেমে পড়লেন। নদিয়ায় তৃণমূলের এসআইআর ক্যাম্পের অবস্থা কী তা সরেজমিনে দেখতে বিভিন্ন ব্লকে ঘুরছেন। শুক্রবার শান্তিপুরে শিবির পরিদর্শন করে স্নেহাশিস জানান, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই গোটা রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া করা হয়েছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, রাজ্যের একজনেরও যাতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ না যায় তার জন্যই হয়েছে সহায়তা শিবির।

আসানসোলের কুলটির নিয়ামতপুরে দলীয় কর্মী এবং নেতৃত্বদের নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার এসআইআর দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুলটি বিধানসভার নিয়ামতপুরের এক প্রেক্ষাগৃহে। বিএলএ-দের কী কী অসুবিধা, এসআইআরের কাজ কতটা সম্পূর্ণ হয়েছে ইত্যাদি নিয়ে খোঁজখবর করা ছাড়াও আগামী দিনের কী কী কর্মসূচি রয়েছে, সে-বিষয়ে আলোচনা হল। প্রদীপ ছাড়াও ছিলেন রাজ্য নেতা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, ভি শিবদাশন দাশু, ব্লক ১ সভাপতি বাদল পুইতান্ডি, ব্লক ২ সভাপতি কাঞ্চন রায় প্রমুখ।

বাংলা বলায় ফের ওড়িশায় নিগৃহীত ৪ পরিযায়ী শ্রমিক

প্রতিবেদন : বাংলায় কথা বলায় ফের বিজেপিশাসিত রাজ্যে আক্রান্ত বাংলার শ্রমিক। এবার ওড়িশায় মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের চার পরিযায়ী শ্রমিককে বেধড়ক মারধর করা হল। ওঁরা ফেরিওয়ালার কাজে গিয়েছিলেন। মারধরের পাশাপাশি ওঁদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, ওরা সবাই বজরং দলের সদস্য। ঘটনার পর রীতিমতো আতঙ্কে ওঁরা। কোনওরকমে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাঁরা। ওঁদের মধ্যে রুহুল শেখের (২২) অবস্থা গুরুতর। মুর্শিদাবাদের রুহুল শেখ, নাহিদ সরকার, শামিম শেখ ও আরও কয়েকজন ওড়িশায় গিয়েছিলেন। নাহিদ জানান, শুধু বাংলায় কথা বলার জন্যই নয়, মুসলিম বলেও মারধর করেছে। জয় শ্রীরাম বলার পরেও ছাড় দেওয়া হয়নি। হুমকি দিয়েছে, না গেলে পুড়িয়ে মেরে দেওয়া হবে। আতঙ্কে আমরা দ্রুত গ্রামে ফিরে আসি। অভিযোগ, পুলিশের কাছ থেকে সাহায্য মেলেনি। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী ঐক্য পরিষদের সম্পাদক অসিফ ফারুক বলেন, ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক ও ছোট ব্যবসায়ীরা বারবার আক্রান্ত হচ্ছেন। এটা খুবই খারাপ ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

হাসপাতাল থেকে ডাক্তার দেখিয়ে বের হচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিক নাহিদ সরকার।

ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব, এগিয়ে এলেন চিকিৎসক ও আধিকারিকরা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়ায় এই সময়টা ধানকাটার মরশুম। ফলে প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রক্তদান শিবির সেভাবে হয় না। তার জেরেই বাঁকুড়া ব্লাড ব্যাঙ্কে দেখা দিচ্ছে রক্তের সংকট। অন্য রোগীদের পাশাপাশি মূলত থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চাদের রক্তের প্রয়োজনীয়তা বেশি। রক্তের অভাবে তাদের জীবন সংশয়ও ঘটতে পারে। তাই রক্তের আপাতত ঘাটতি মেটাতে অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা গেল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে। রোগ সারিয়ে মানুষকে সুস্থ করে তোলার দায়ভার যাঁদের, সেই ডাক্তাররাই এগিয়ে এলেন রক্তদান করতে। শুধু ডাক্তাররাই নন, বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠরত নার্সিং পড়ুয়া থেকে শুরু করে অন্যরাও ব্রতী হলেন। জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) নিজে এগিয়ে এলেন রক্তদান করতে। হাসপাতালের সুপার ডাঃ অর্পণ গোস্বামী জানান, প্রতি সপ্তাহে ১৫০ জনেরও বেশি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চাকে রক্ত দিতে হয়। তাই আপাতত ঘাটতি মেটাতে তাঁদের এই উদ্যোগ। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সঞ্জয় পাল জানান, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

নন্দীগ্রামে বাছুরচোর বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বাছুরচোর নন্দীগ্রাম- ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সাহেব দাস। শুক্রবার সকাল থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের তেখালি বাজারের বিভিন্ন স্থানে 'বাছুরচোর' পোস্টার পড়ে বিজেপি নেতার নামে। নন্দীগ্রামের পারুলবাড়ির বাসিন্দা অনাদি মণ্ডল ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেন, সরকার থেকে পাঠানো জার্সি গরুর বাছুর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর আগেই আত্মসাৎ করা হয়েছে। তৃণমূলের ব্লক কোর কমিটির সদস্য বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, বঞ্চনার শিকার হওয়া সাধারণ মানুষই বিজেপি নেতাকে 'বাছুরচোর' তকমা দিয়েছেন এবং বিডিও-র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রতিবন্ধকতা উড়িয়ে শোভানারা এসআইআর কাজ শেষ করলেন

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : এসআইআর-এর কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করায় বাঁকুড়ার ছবি রাজ্যের মধ্যে একেবারেই ব্যতিক্রম বলা চলে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বেলশুলিয়ার জামশুলি গ্রামের এক প্রতিবন্ধী মহিলা বিএলও। জন্ম থেকেই একটি পা নেই, এমএ, বিএড করা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শোভানারা বায়েন, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-এর কাজ করছেন। বিএলওর দায়িত্ব দেওয়ার পরেই নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কথা নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এলাকায় তেমন কাউকে না পাওয়ায় ২৩৮ নং বুথের জন্য ওঁকেই বেছে নিতে হয়। দায়িত্ব নেওয়ার পরেই সকালে আইসিডিএস সেন্টার, তারপরেই এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ভোটারদের দরজায় ঘুরে ঘুরে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৯৯ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। এলাকার মানুষ ও আশপাশের বিএলওরাও শোভানারাকে সাহায্য করেছেন। এইভাবেই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এসআইআর-এর কাজ করছেন বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের শোভানারা বায়েন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বর্ধমানের বাজেপ্রতাপপুর দুবরাজদিঘির পাড় থেকে বস্তাবন্দি ৪৫টি কচ্ছপ উদ্ধার হল শুক্রবার। স্থানীয়রা দেখে খবর দিলে পুলিশ পৌঁছে কচ্ছপগুলি উদ্ধার করে। বন দফতর জানায়, উদ্ধার-করা কচ্ছপগুলিকে ফেরানো হবে জলাশয়ে

আমার বাংলা
29 November, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

জেলায় জেলায় ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শনে তৃণমূল কর্মীদের পাশে মন্ত্রী-নেতারা

পূর্ব মেদিনীপুরে বেচারাম : বৈধ ভোটার বাদের চক্রান্ত রুখতে হবে

সংবাদদাতা, কাঁথি : লক্ষ্য স্বচ্ছ এসআইআর। কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায় সেজন্য ইতিমধ্যে তৃণমূলের তরফে জেলায় জেলায় প্রতিটি ব্লকেই ওয়াররুম চালু হয়েছে। দলের রাজ্যনেতাদের তার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব পেয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় গিয়ে একের পর এক ওয়াররুম পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। শুক্রবার সকাল থেকে জেলার ভোটরক্ষা শিবিরগুলি চষে বেরিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গেও বৈঠক সারেন তিনি। এদিন রামনগর ১ ও ২ ব্লক এলাকার ওয়াররুম পরিদর্শনে সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক অখিল গিরি, জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষ পাণ্ডা-সহ অন্যরা। পরিদর্শনের পর দলের বিএলএ এবং বুথ স্তরের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। এরপর দক্ষিণ কাঁথি এলাকাতেও গিয়ে খতিয়ে দেখেন এসআইআর-প্রস্তুতি। সেখানে ছিলেন কাঁথির পুরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি। এরপর মন্ত্রী যান ভগবানপুর ১ ও ২ এবং চণ্ডীপুরে। চণ্ডীপুরে ছিলেন বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক-সহ অন্যরা। সার নিয়ে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, কোনও বৈধ ভোটারকে যাতে বিজেপি চক্রান্ত করে তালিকা থেকে বাদ না দিতে পারে সেজন্য আমরা তৎপর। বুথ স্তরেও তালিকা ধরে মিলিয়ে নেবেন।

■ এসআইআর নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

কালনায় অরূপ : বিএলওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশনই

সংবাদদাতা, কালনা : বিএলও-দের অমানবিক প্রেসার দেওয়া হচ্ছে। যা ব্রিটিশ আমলেও দেওয়া হত না। পূর্ব বর্ধমানের পর মুর্শিদাবাদে বিএলওর মৃত্যুর ঘটনায় কালনায় ওয়াররুম পরিদর্শনে এসে এভাবেই মুখ খুললেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে এক সুরে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। বিহার, মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে সেটা সফল হলেও ওরা ভুলে গেছে, এটা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। এখানে একটাও বৈধ ভোটার বাদ যাবেন না। বাদ গেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন দিল্লিতে ১০ লক্ষ মানুষ নিয়ে গিয়ে আন্দোলন হবে। তিনি আরও বলেন, ২০০২ সালে দু'বছর ধরে এসআইআর হয়েছিল। আর এখন দু'মাসে হচ্ছে। আর এর আতঙ্কেই ৪২ জন আত্মহত্যা করেছেন এ রাজ্যে। হুগলি সফর সেরে শুক্রবারই দুদিনের জন্য পূর্ব বর্ধমানে আসেন মন্ত্রী। কালনা বিধানসভা দিয়ে সফর শুরু করে সফর শেষ করেন ভাতারে। এছাড়াও পূর্বস্থলী উত্তর ও দক্ষিণ, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোটে দলের ওয়াররুম ঘুরে দেখেন। বর্ধমান ফিরে তিনি জানান, জেলায় গত ৩ বারের মতো ১৬-০ ফল হবে। আমাদের দল একটা পরিবার। এসআইআর নিয়ে কর্মীরা ভাল কাজ করেছেন। আমরা আবারও বলছি, একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিলে আন্দোলন হবে। পূর্বস্থলী দক্ষিণ, কাটোয়া ও কেতুগ্রামের ওয়াররুম নিয়ে মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রতিটি বিধানসভায় গিয়ে মন্ত্রী দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, বিএলও অ্যাপে 'নট ফাউন্ড' ভোটারদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণনাপত্র পৌঁছে দিতে হবে।

■ শিবিরে অরূপ বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা সরকার।

সাংসদ তহবিলের ৭৫ লক্ষে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নয়া ভবন রানি শিরোমণি বিশ্রামাগার, শিলান্যাস করলেন জুন

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ঘর না থাকায় মহিলা ও প্রসূতিদের সমস্যা হচ্ছিল। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তারা তাই নতুন ভবনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়ার কাছে। তাঁর সাংসদ তহবিলের ৩৫ লক্ষ টাকায় এবার মেদিনীপুর সদর ব্লকের দেপাড়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন (মহিলা ও প্রসূতি বিভাগ) নির্মাণ হতে চলেছে। শুক্রবার তার শিলান্যাস করেন স্বয়ং সাংসদ জুন মালিয়া। উপস্থিত ছিলেন সদর ব্লকের বিডিও, বিএমওএইচ-সহ অন্যরা। জুন মালিয়া বলেন, মহিলা ও প্রসূতিদের সমস্যার কথা জেনে এই উদ্যোগ নিয়েছি। আজ একটি ভবন নির্মাণের শিলান্যাস হল। অন্যদিকে, শালবনিতে একটি বিশ্রামাগারের শিলান্যাস করেন সাংসদ। কিছুদিন আগেই শালবনি ব্লকের অন্তর্গত কর্ণগড় মহামায়া মন্দির সংলগ্ন রানি শিরোমণি গড়ে সংস্কারকাজ চলাকালীন মাটি সরাতেই রানি শিরোমণি গড়ে হাওয়ামহল-সহ একাধিক ঐতিহাসিক স্থাপত্য উঠে আসে। এরপর হেরিটেজ কমিশনের তরফে সংস্কার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবার সেই কর্ণগড় মহামায়া মন্দিরের কাছেই রানি শিরোমণির নামে এই বিশ্রামাগারের নির্মাণকাজের শিলান্যাস হল শুক্রবার। জুন মালিয়ার সাংসদ তহবিল থেকে এই প্রকল্পে ৪০ লক্ষ টাকা এবং পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে আরও প্রায় ৫ লক্ষ টাকা মিলে বরাদ্দ হয়েছে মোট ৪৫ লক্ষ টাকা। শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ জানান, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এবং মন্দিরে আগত ভক্তবৃন্দ ও পর্যটকদের সুবিধার্থে বিশ্রামাগারটি তৈরি হচ্ছে। শিলান্যাসের পর জুন মালিয়া রানি শিরোমণি গড়ে হেরিটেজ কমিশনের উদ্যোগে আড়াই কোটির যে সংস্কারকাজ চলছে তা পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, এমকেডিএ-র ভাইস চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ ঘোষ, মেদিনীপুরের পুরপ্রধান সৌমেন খান, ব্লকের বিডিও রোমান মণ্ডল প্রমুখ। তিন মাসের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হবে।

■ নতুন ভবন নির্মাণের শিলান্যাসে জুন মালিয়া।

প্রান্তিক মানুষের দুয়ারে স্বাস্থ্য শিবিরে জেলাশাসক, বিধায়ক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : প্রান্তিক মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা। গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাযান পৌঁছনোর ফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দারা। বিশেষ করে আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন। এতদিন চিকিৎসাকেন্দ্রে যেতে অনাগ্রহী থাকলেও আজ তাঁরাই উৎসাহের সঙ্গে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাচ্ছেন। শুক্রবার বিনপুর বিধানসভার অন্তর্গত জামবনি ব্লকের ঝাড়খণ্ড সীমানা ঘেঁষা লালবাঁধ অঞ্চলের রাঙামাটিয়া গ্রামে পৌঁছয় জেলা স্বাস্থ্য দফতরের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-সজ্জিত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাযান। গ্রামের শিশু শিক্ষাকেন্দ্র লাগোয়া স্থানে বসে এদিনের শিবির। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, চক্ষু, ত্বক, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের পাশাপাশি জেনারেল মেডিসিনের চিকিৎসাও করা হচ্ছে এই মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যানে। সঙ্গে ইউএসজি ছাড়াও রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা এবং ক্যানসার স্ক্রিনিংও হচ্ছে এই ভ্রাম্যমাণ শিবিরে। এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, মহকুমা শাসক অনিন্দিতা রায়চৌধুরি এবং অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ বিশ্বাস-সহ অন্য কর্মকর্তারা। শিবির পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক জানান, প্রান্তিক মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছি। আদিবাসী জনজাতিভুক্ত মানুষও সহজেই চিকিৎসা পাচ্ছেন। গ্রামীণ হাসপাতালে যে সুবিধা নেই, তা এখানে রয়েছে। চিল্কিগড় গ্রামীণ হাসপাতাল ভাল কাজ করছে।

■ জামবনির শিবিরে ডিএম আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর।

নতুন উদ্যোগীদের উৎসাহ দিচ্ছে প্রশাসন

সংবাদদাতা, নদিয়া : জেলার শিল্পোদ্যোগী মানুষকে সামনে সারিতে আনতে নদিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও জেলা শিল্পকেন্দ্রের সহযোগিতায় শিল্পের সমাধানে এমএসএমই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে। ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ও বিমলেন্দু সিংহরায় প্রমুখ। জেলার শিল্পোদ্যোগী মানুষদের শিল্পস্থাপনে সহায়তা, এক ছাদের নিচে সমস্ত লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা, সরকারি সহযোগিতায় ঋণদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় শুক্রবারের এই শিবিরে। মূলত জেলায় শিল্পের সম্ভাবনা খুঁজতেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ। উপস্থিত করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায় করিমপুরের শাঁখশিল্প, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, শান্তিপুরের তাঁতশিল্প, মুড়াগাছার কাঁসাশিল্প-সহ জেলার প্রাচীন হস্ত ও কুটিরশিল্পগুলিকে আরও বেশি করে তুলে ধরার আর্জি জানান।

■ শিল্প সমাধান শিবিরের সূচনায় মন্ত্রী, বিধায়ক।

আসানসোল থেকে ৫৫ দিনেই সাইকেলে লাদাখ

সংবাদদাতা, আসানসোল : ২০ সেপ্টেম্বর আসানসোল থেকে মোট ১০ কিশোর-কিশোরীর একটি দল সাইকেল চালিয়ে মাত্র ৫৫ দিনে লাদাখের গালওয়ান ঘাঁটি পৌঁছে নজির গড়ল। শুক্রবার আসানসোল রবীন্দ্রভবনে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছিলেন অণ্ডালের নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের অধিকর্তা কৈলাস মণ্ডল, ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন ডিরেক্টর মিহিরকুমার মণ্ডল। সাইকেলে ১০টি রাজ্য পেরিয়ে লাদাখ পৌঁছয় তারা।

এবার মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকর্মী খুন

প্রতিবেদন : বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে ফের খুন এক তৃণমূল কর্মী। এবার মুর্শিদাবাদে। নাম হায়াতুল্লা শেখ। শুক্রবার নিজের বাড়ির সামনেই হায়াতুল্লাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু হয়েছে।

১০
২৯ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

আমার বাংলা

29 November, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলা কৃষি দফতরের উদ্যোগ, বদলে দিচ্ছে কালচিনি ব্লকের কৃষকদের ভাগ্য

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বলয় বলে পরিচিত কালচিনি ব্লকে কৃষিতেও জোয়ার শুরু হয়েছে কৃষি দফতরের উদ্যোগে। প্রথাগত চাষের পাশাপাশি, প্রগতিশীল চাষ-আবাদেও কৃষকদের উৎসাহ দিয়ে মাঠমুখী করতে সাফল্য অর্জন করেছেন জেলার কৃষি অধিকর্তারা। যদিও বক্সার জঙ্গলঘেরা এই ব্লকে হাতির অত্যাচারে চাষাবাদ খুব কঠিন কাজ। তবুও হাল ছাড়তে নারাজ জেলার কৃষি দফতরের কর্তারা। তাঁরা তাঁদের অদম্য উদ্যোগে ব্লকের কৃষকদের মধ্যে ফের নতুন করে চাষের ইচ্ছা তৈরি করতে সফল হয়েছেন। বিগতদিনে দেখা গেছে, কালচিনি ব্লকের একটা বিরাট এলাকার কৃষিযোগ্য জমি পতিত থাকত। হাতির হানায় কৃষকদের কষ্টের ফসল মাঠেই নষ্ট হয়ে যেত। এমনকী ফসল পাকার আগেই অনেক সময় তুলে ফেলতে হত গোলায়। সেখানেও ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে হত কৃষকদেরই। কিন্তু জেলা কৃষি দফতরের নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, সঠিক পরিকল্পনা ও তা প্রণয়নের সদিচ্ছা, এই ব্লকে ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছে কৃষির পুরনো চিত্রটা। সম্প্রতি এই ব্লকে বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলেট চাষ নতুন করে প্রায় ৭০০ বিঘে জমিতে সাফল্যের মুখ দেখেছে। পরিমাণে কম হলেও এবছর এই ব্লকের কৃষকরা কলো নুনিয়া ধান চাষ করে ভাল লাভের মুখ দেখেছেন। এই দুই সফলতার পর, এবার ধান কেটে নেওয়া জমিতে বিনা কর্ষণে সরষে চাষ শুরু করেছেন কৃষকরা। আর এই চাষের পিছনে উদ্যোক্তা সেই জেলা কৃষি দফতর। বহু বুঝিয়ে কৃষকদের সরষে চাষে রাজি করিয়েছেন কৃষি কর্তারা। তবে এই সরষে চাষ থেকে চাষিরা দ্বিমুখী লাভের মুখ দেখবেন বলে জানা গিয়েছে কৃষি কর্তাদের কথায়। একদিকে যেমন সরষে বিক্রি হবে, অপরদিকে, এই সরষে খেতের পাশে বাক্স বসিয়ে মৌ পালন করে, মধু বিক্রি করে দ্বিগুণ আয় হবে তাঁদের। আর এর সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে, মৌমাছির উপস্থিতিতে গ্রামে হাতির হানা বন্ধ হবে। কারণ মৌমাছিকে হাতি দারুণ ভয় পায়। তবে এখানেই থেমে নেই জেলা কৃষি দফতর, তারা গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে করা বিনা কর্ষণে আলুচাষকে এবার অনেক বড় আকারে জেলার বিভিন্ন এলাকায় শুরু করতে চলেছে। কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার ২, আলিপুরদুয়ার ১ ও ফালাকাটা ব্লকে এবছর বিনা কর্ষণে, জৈব পদ্ধতিতে আলু চাষ করতে চলেছে জেলা কৃষি দফতর। এবং এর সাফল্য নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী কৃষিকর্তারা। আলিপুরদুয়ার মহকুমা কৃষি আধিকারিক রজত চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্য সরকার জেলার কৃষি উন্নয়নে নিরলস সহায়তা করে যাচ্ছে। আমরা জেলায় কৃষকদের বুঝিয়ে, সরকারি সুযোগ-সুবিধা, সঠিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎসাহিত করছি। তাঁরা সরকারি সাহায্য পেয়ে নিজেদের সেরাটা দিয়ে লাভের মুখ দেখছেন, তাই সাফল্য এসেছে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায়। আর এর উদাহরণ কালচিনি ব্লকের কৃষকরা।

মিথ্যাবাদী মিস্টার ‘সার’

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন জানান, মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। শুধু গালগল্পই সার! ওঁর কাছে কোনও উত্তরই নেই।

অভিষেকের নির্দেশ : গত সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, দিল্লির বুকে এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনে নামবে তৃণমূল। সেজন্য ১০ সাংসদকে নিয়ে একটি টিম গড়ে দেন তিনি। শুক্রবার সকালে নির্বাচন কমিশনের দফতরে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেন ডেরেক ও’ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর, প্রতিমা মণ্ডল, প্রকাশ চিক বরাইক ও সাকেত গোখেল।

পাঁচ প্রশ্নের উত্তর নেই : দু’ঘণ্টা নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা হয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের। সেখানে কথা বলেন শতাব্দী রায়, প্রতিমা মণ্ডল এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা জ্ঞানেশ কুমারের কথাও শোনেন। কিন্তু যে পাঁচ প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তার কোনও জবাব দিতে পারেননি তিনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথা বলার চেষ্টা করলেও আসল প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর তাঁর কাছে ছিল না।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শতাব্দী বলেন, যে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে প্রথম হল, এই এসআইআর প্রক্রিয়া কি অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে? সেটাই যদি হয়, তাহলে আলাদা করে বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে কেন? দেশ জুড়ে বাঙালিদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে কেন? কেন মিজোরাম, ত্রিপুরার মতো রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? বলা হচ্ছে অবৈধ ভোটার বাছতে এসআইআর তবে এই অবৈধ ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত মোদি সরকারের বৈধতা কী?

তৃণমূলের অভিযোগ : শতাব্দীদের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত এসআইআরের বলি ৪১ (সাধারণ মানুষ), ১৯ জন বিএলও। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ৬০ (মৃত ৩৫, চিকিৎসাধীন ৬/ বিএলও : ১৯, মৃত ৪, চিকিৎসাধীন ১৫)। সেই মৃত্যুর দায় কি কমিশন নেবে? তাঁদের পরিবারের জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছে কমিশন? এতদিন এসআইআর নিয়ে তৃণমূল যত অভিযোগ করেছে, তার ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

ডেরেক ও’ব্রায়েন বলেন, নির্বাচন কমিশনের তরফে তাঁদের কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারেনি। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে নানারকম ‘গল্প’ শুনিয়েছে কমিশন। কিন্তু তৃণমূলের প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

বাংলার গ্রাম ও বন্ধুর টানে সুদূর প্যারিস থেকে কোচবিহারে ওস্তাভ

রৌনক কুন্ডু • কোচবিহার

বিদেশি বন্ধু ওস্তাভের সঙ্গে তুফানগঞ্জের নিজের গ্রামের বাড়িতে মন্টি।

বাংলার সবুজ ঘেরা গ্রাম, সরল প্রকৃতি বরাবরই টানে তাঁকে। কিন্তু আসার সুযোগ হয়নি। গ্রাম ঘুরে দেখানোর মতো তেমন কেউ ছিল না। সমাজ মাধ্যমে সেই ইচ্ছাপূরণ হল। কোচবিহারের মন্টির সঙ্গে সমাজ মাধ্যমে পরিচয় হতেই প্যারিসের ওস্তাভ বন্ধু আর বাংলার গ্রাম দেখার টানে পৌঁছলেন কোচবিহারে। দু’হাতে দু’টি ব্যাগ, একটি ব্যাগ পিঠে। পথচলতি মানুষ থেকে মোটরবাইকের চালক, যাকে সামনে পেয়েছেন, ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করেছেন— ‘‘হাই! ডু ইউ নো মন্টি?’’ না, তাঁর কাছে তেমন কোনও তথ্য ছিল না। ছিল না অদেখা বন্ধুর ছবি। শুধু এটুকু জানেন, বন্ধু থাকেন ভারতের তুফানগঞ্জে। তাঁর পুরো নাম জানা নেই, শুধু জানেন মন্টি। তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, ২২ নভেম্বর জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সাত সমুদ্র পার করে আসবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। ঠিক এসেও পড়েছিলেন। তবে খুঁজে পাননি তাঁকে। কিন্তু হাল ছাড়েননি। গত কয়েকদিন বন্ধুর জন্য এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে বন্ধুর খোঁজ পান। মন্টি নামে ওই যুবক তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের চিলাখানা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি এলাকার বাসিন্দা। গ্রামে প্রথম কোনও বিদেশির আগমনে ভিড় জমে যায় এলাকায়। জানা গিয়েছে, ৪৫ বছর বয়সি ওস্তাভের বাড়ি প্যারিসে। এই প্রথম তাঁর ভারতে আসা। দেশ থেকে রওনা দিয়ে দিল্লি হয়ে কলকাতায়। কোচবিহার হয়ে তুফানগঞ্জে পৌঁছন। অবশেষে বন্ধুর দেখা পেয়ে স্বভাবতই খুশি তিনি। ওস্তাভ বলেন, এটা ভারতে প্রথম ভ্রমণ। এদেশের মানুষ খুব আন্তরিক, সরল ও ভালবাসায় ভরা। প্যারিসের জীবন অনেক যান্ত্রিক, অথচ এখানে মানুষ সাধারণভাবে সুখে থাকে— এটাই সবচেয়ে অবাক করা বিষয়। সুযোগ পেলে আবারও ভারত আসবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। মন্টি বলেন, বিদেশের বন্ধুর সঙ্গে গত এক বছর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ। সেই বন্ধু আমার জন্মদিনে বাড়িতে এসেছেন। আমার সঙ্গে দেখা করলেন। এটা খুবই আনন্দের। বন্ধুকে নিয়ে আমার গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাব।

রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা।

চিকিৎসা বর্জ্যর টাকা আর নয়

(প্রথম পাতার পর)

জন্য আলাদা টাকা নেওয়া হয়েছে। বিলে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট দেখিয়েও আলাদা টাকা নিয়েছে ওই হাসপাতাল। রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশনে অভিযোগ জানান ওই ব্যক্তি।

অভিযোগ খতিয়ে দেখে কমিশন জানিয়েছে, সি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি হাসপাতালকে নিজের খরচে হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তার জন্য রোগীর থেকে টাকা আদায় নিয়মবহির্ভূত। কমিশনের নির্দেশ, বিলের রেকর্ড থেকে রোগীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে লন্ড্রি চার্জ আর বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিজপোজাল চার্জ বাবদ নেওয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে।

লক্ষ পারে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

‘‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ছিল বাংলার প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীরা যাতে শুধুমাত্র ভৌগোলিক দূরত্ব বা অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার কারণে উচ্চশিক্ষার সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হয়। ভৌগোলিক অসাম্য ঘোচানোর লক্ষ্যে এই প্রকল্প

অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার কারণে উচ্চশিক্ষার সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হয়। ভৌগোলিক অসাম্য ঘোচানোর লক্ষ্যে ২০১১ থেকে সারা বাংলা জুড়ে সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ১৯টি এবং সম্পূর্ণ সরকারি কলেজ স্থাপিত হয়েছে ৩৩টি। অর্থনৈতিক অসুবিধে দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী চালু করেছেন শিক্ষার্থীদের স্বপ্নের প্রকল্প ‘স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিম’। যাতে স্বদেশে এবং এমনকী বিদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পড়তে অসুবিধায় না পড়তে হয়, তার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৪ শতাংশ সরল সুদে ঋণ পেতে পারে ছাত্রছাত্রীরা। আজ আপনাদের জানাতে পেরে ভাল লাগছে, এই প্রকল্পে ১ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী মোট ৩,৭৯৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়ে দেশে-বিদেশে নির্বিঘ্নে তাঁদের উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবার বুলডোজার অ্যাকশন সাংবাদিকের বাড়িতে। জম্মুর এক নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক আরফাজ আহমেদ দাইংয়ের বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিল জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন। বেআইনিভাবে এই বাড়ি বানানোর অভিযোগ আনা হলেও সাংবাদিকের দাবি, সত্যি কথা বলার শাস্তি এটা

পুরনির্বাচনের আগে পর্দাফাঁস

মুম্বইয়ে ১১ লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার

মুম্বই: আবার বেআব্রু ভোটার তালিকায় কারচুপি। সামনেই বাণিজ্যনগরী মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি পুরসভার নির্বাচন। আর তার আগে খসড়া ভোটার তালিকা তৈরি হতেই ধরা পড়ে গেল

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপির বিরাট কারচুপি। ১ কোটি ভোটারের মধ্যে ডুপ্লিকেট ভোটার মিলল ১১ লক্ষ! এই ঘটনার পরে সরব বিরোধী দলগুলি। স্বাভাবিকভাবেই চাপে পড়ে অভিযোগ গ্রহণের সময়সীমা বাড়াতে বাধ্য হল কমিশন। সেই সঙ্গে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমাও বাড়ানো হল।

বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা তৈরির কাজ চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কর্পোরেশনের বর্তমান ভোটার সংখ্যা ১.০৩ কোটি। তার মধ্যে ৪.৩৩ লক্ষ ভোটারের নাম একাধিকবার রয়েছে। এর মধ্যে কারও নাম দু'বার রয়েছে। আবার অনেকের নাম রয়েছে ১০৩ বার। আশ্চর্য হলেও এভাবেই বাণিজ্যনগরীতে ভোটচুরির কাজে লিপ্ত নির্বাচন কমিশন। যার ফলে মোট ডুপ্লিকেট ভোটারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১,০১,৫০৫।

এই ধরনের ভুলের জন্য বিরোধীরা বারবার দাবি করছিলেন পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে অভিযোগ গ্রহণের জন্য আরও সময় দিতে হবে। এতদিন ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত অভিযোগ জমা দেওয়ার সময় ছিল। বিরোধীদের চাপে সেই সময় বাড়িয়ে ৩ ডিসেম্বর করা হয়। সেই সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় দেওয়া হয়েছিল ৫ ডিসেম্বর। তা বাড়িয়ে ১০ ডিসেম্বর করা হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে যে ওয়ার্ডগুলিতে ডুপ্লিকেট ভোটার সবথেকে বেশি রয়েছে সেগুলিতে এতদিন বিরোধী দলের কাউন্সিলর ছিলেন।

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে স্টিং অপারেশনে উদ্ধার বিপুল টাকা

ভোটারদের ঘুষ দিচ্ছে মোদির দল বিস্ফোরক জোটসঙ্গী শিন্ডেসেনা

মুম্বই: তৃণমূল যে অভিযোগ বারবার করেছে, এবার বিজেপির জোটশরিকের মুখেও শোনা গেল সেই অভিযোগ। শিন্ডেপন্থী শিবসেনা সরাসরি অভিযোগ করল, ভোটারদের ঘুষ দিচ্ছে বিজেপি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, মহারাষ্ট্রে বিজেপির সঙ্গে জোট শরিক শিন্ডের শিবসেনার তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে স্টিং অপারেশন চালিয়ে নগদ টাকার পাহাড় উদ্ধার করলেন শিবসেনা বিধায়ক নীলেশ রানে। টাকা বিলির ফুটেজও তাঁর কাছে আছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এরপরেই শিন্ডেসেনার বিধায়ক রানে সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটারদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। পুরনির্বাচনের আগে শরিক দলের বিধায়কের এই আক্রমণের মুখে পড়ে দিশাহারা বিজেপি। স্মরণকালে এমন ঘটনা সত্যিই অভূতপূর্ব। সিন্ধুদুর্গ জেলার মালভানে ঘটেছে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এই বিশাল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনা।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, মহারাষ্ট্রের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী শিন্ডেসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডের তিক্ততার জেরে কি মহাজুটি সরকারের আয়ু শেষ হওয়ার অপেক্ষায়?

লক্ষণীয়, মঙ্গলবারই মহারাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি পুরসভায় নির্বাচন। তার আগে বৃহস্পতিবারই কঙ্কাভ্যালির বিজেপি নেতা বিজয় কেনাওয়াদেকরের বাড়িতে গোপন ক্যামেরা অভিযান চালিয়ে টাকা বিলির প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন বলে দাবি করেছেন নীলেশ রানে। চাঁচাছোলা ভাষায় অভিযোগ করেছেন, ভোটারদের ঘুষ দিচ্ছে বিজেপি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা লাইভ স্ট্রিমে এই ঘটনার প্রমাণ আছে বলে তাঁর দাবি। দেখা গিয়েছে, এক বিজেপি কর্মীর শোয়ার ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ নগদভর্তি একটি ব্যাগ উদ্ধার করেছেন তিনি। এরপরেই খবর দেন পুলিশকে। অভিযোগ করেন, এরকম আরও ৩-৪টি নগদভর্তি ব্যাগ আছে ওই ঘরে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, নীলেশের বাবা নারায়ণ রানে রত্নগিরি-সিন্ধুদুর্গের বর্তমান বিজেপি সাংসদ। নীলেশের ভাই নীতেশ রানে মহারাষ্ট্রের বিজেপি মন্ত্রী।

লক্ষণীয়, পুরনির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে দল ভাঙানোর অভিযোগ এনে কিছুদিন আগেই তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন একনাথ শিন্ডে। দিল্লিতে গিয়ে শাহ-নাড্ডার কাছে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নালিশও ঠুকে এসেছেন তিনি। এরই জেরে ক্ষুব্ধ শিন্ডেপন্থী শিবসেনা বেশ কয়েকটি পুরসভায় বিজেপির সঙ্গে জোট ভেঙে আলাদা প্রার্থী দিয়েছে। সবমিলিয়ে বিজেপি, শিন্ডের শিবসেনা এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপির মহাজুটিতে ক্রমশই চওড়া হচ্ছে ফাটল। এর উপর বিজেপি কর্মীর বাড়িতে স্টিং অপারেশন চালিয়ে বিশাল অঙ্কের টাকা উদ্ধারের দাবি শিন্ডেসেনা বিধায়কের— নিঃসন্দেহে গভীর অস্বস্তিতে ফেলে দিল নরেন্দ্র মোদির দলকে। একইসঙ্গে আরও নড়বড়ে হয়ে গেল মহাজুটি সরকারের ভিতও।

রাত জেগে কাজ, মোদিরাজ্যে মৃত্যু বিএলওর

আমেদাবাদ: মাত্র কয়েকদিন আগেই মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে বাথরুমে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল মোদিরাজ্যের ২৬ বছর বয়সি বিএলও ডিঙ্কল শিংগোদাওয়ালার। এবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল মোদিরাজ্যেরই আর এক বিএলও দীনেশ রাওয়ালের। সম্প্রতি কমিশনের অ্যাপে আপলোডের কাজ করার জন্য তাঁকে রাত জাগতে হচ্ছিল বলে দাবি পরিবারের। বৃহস্পতিবার রাতেও সুদাসানা গ্রামে নিজের বাড়িতেই তিনি সেভাবেই আপলোডিংয়ের কাজ করছিলেন। কারণ কমিশনের সার্ভারটি রাতেই একমাত্র কাজ করে। রাত ২.৩০টা নাগাদ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআরের অস্বাভাবিক কাজের চাপেই মৃত্যু হয়েছে দীনেশ রাওয়ালের। মেহসানা জেলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে করতেই অসুস্থ বোধ করছিলেন তিনি। মৃত বিএলও পেশায় ছিলেন স্কুলশিক্ষক। বিরোধীরা কাজের অতিরিক্ত বোঝাকেই দায়ী করেছে এই মৃত্যুর জন্য। একই অভিযোগ, মোদিরাজ্যের শিক্ষক সংগঠনগুলোর। লক্ষণীয়, গত ২০ নভেম্বর খেড়া জেলায় আর এক স্কুলশিক্ষক বিএলওর মৃত্যু হয়েছিল হৃদরোগে। পরের দিন গির সোমনাথ জেলায় আত্মহত্যা করেছিলেন বিএলও স্কুলশিক্ষক অরবিন্দ ভাধে। এভাবেই একের পর এক বিএলওর অকালমৃত্যু হচ্ছে মোদিরাজ্যে, অস্বাভাবিক কাজের চাপেই।

বিমায় বৈষম্য কেন? রেলের জবাবদিহি চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: দুর্ঘটনা বিমার সুরক্ষা শুধুমাত্র অনলাইনে কাটা টিকিটেই কেন? অফলাইনে যাঁরা ট্রেনের টিকিট কাটেন, ট্রেন দুর্ঘটনার মুখে পড়লে তাঁরা বিমার সুবিধে পান না কেন? রেলের কাছে জবাব চাইল শীর্ষ আদালত। লক্ষণীয়, রেলের যাত্রীসুরক্ষা নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ হয়েছে শীর্ষ আদালতে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রেল কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এহসানুদ্দিন আমানুল্লা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের। আদালতের প্রশ্ন, দু'রকমভাবে টিকিট সংগ্রহকারীদের দু'রকম ব্যবস্থা কেন? কেন এই বৈষম্য? রেলের লাইন এবং ক্রসিংয়ের সুরক্ষা নিয়ে রেলকে যথেষ্ট সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বামশাসিত কেরলে পদস্থ কর্তার নির্যাতনে আত্মঘাতী পুলিশ

তিরুবন্তপুরম: বিজেপি শাসিত হরিয়ানার পরে এবার প্রায় একইরকম ঘটনা সিপিএম শাসিত কেরলে। উপরওয়ালার মানসিক নির্যাতন এবং নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এক পুলিশ অফিসার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় কেরল। বিক্ষোভ শুরু হয় পুলিশের বিরুদ্ধে। আত্মঘাতী ওই পুলিশ অফিসারের নাম বিনু থমাস। ৫২ বছরের বিনু ছিলেন চেরপুলাসেরি থানার স্টেশন হাউস অফিসার। গত ১৫ নভেম্বর নিজের সরকারি কোয়ার্টারে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় বিনু থমাসের দেহ। প্রাথমিক তদন্তে যদিও মনে হয়েছিল, কাজের চাপে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি, কিন্তু কয়েকদিন পরে তাঁর ৩২ পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধারের পরেই দেখা যায়, আসল ঘটনাটা অন্যরকম। এক পদস্থ পুলিশ কর্তার দীর্ঘদিনের

মানসিক অত্যাচার এবং নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তিনি। আত্মহত্যার পথ তিনি বেছে নিয়েছেন এর থেকে মুক্তি পেতেই। সুইসাইড নোটে ওই পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে যৌন শোষণ এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ এনেছেন। এরপরই সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে তদন্ত। বিস্ফোরক সুইসাইড নোট আত্মঘাতী পুলিশ অফিসার বিনুর। অভিযোগের তির, কোঝিকোড়ের এক ডিএসপির বিরুদ্ধে। আগে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর। অভিযোগের মোদ্দা কথা, ২০১৪ সালে পালক্কাড়ের একটি মামলায় গ্রেফতার হওয়া এক বাড়িতে গিয়ে তাঁকে যৌননির্যাতন করেছিলেন ওই ডিএসপি। কোনও এক সন্ধ্যায় ওই তরুণীর বাড়িতে আচমকাই হাজির হন ওই ডিএসপি। তাঁর মা এবং ২ সন্তানের উপস্থিতিতেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁকে জোরজবরদস্তি করেন। মামলাটি চাপা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে মিডিয়াকে কিছু না জানানোর জন্যও হুঁশিয়ারি দেন ওই অফিসার। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, অভিযুক্ত ওই পদস্থ অফিসার তরুণীকে যৌন নির্যাতন করার কাজে সহায়তা করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন বিনু থমাসকে। এখানেই শেষ নয়, বছরের পর বছর ধরে বিনুর উপর মানসিক নির্যাতন চালাতেন ওই অফিসার। মুখ খুললে পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে বলে শাসানি দিতেন। সবচেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার, বিনুর আত্মহত্যার পরে তাঁর সুইসাইড নোট চেপে যাওয়ার চেষ্টারও অভিযোগ উঠেছে।

৩১ লক্ষ পণ ফেরাল বর

লখনউ : পণের দাবিতে যখন বেড়ে চলেছে বধূ নির্যাতন, বধূহত্যা, তখন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরের যুবক অবধেশ রানা (২৬)। ২৪ বছরের অদিতিকে বিয়ে করতে এসে সবিনয়ে ফিরিয়ে দিলেন পণের ৩১ লক্ষ টাকা। কণের কোভিডে প্রয়াত বাবার সম্মানরক্ষার্থে গ্রহণ করলেন শুধুমাত্র ১ টাকা। এই টাকা মেয়ের বিয়ের জন্য রেখে গিয়েছিলেন অদিতির বাবা।

দেশ বিদেশ

29 November, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিস্ফোরক বোঝাই ড্রোনের হামলায় নিহত তাজিকিস্তানে কর্মরত তিন চিনা নাগরিক। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় শুক্রবারের এই ঘটনার পর কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে চিন

তৃতীয় বিশ্ব থেকে অভিবাসন বন্ধের হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার বলেছেন, তিনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করবেন যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত ও সুস্থ থাকতে পারে। তিনি আরও বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যাঁরা আদৌ 'সম্পদ' নন তাঁদের সবাইকে সরিয়ে দেবেন। নিজের ট্রুথ সোশ্যালে থ্যাঙ্কস গিভিং পোস্টে ট্রাম্প বাইডেন প্রশাসনের অভিবাসন নীতির তীব্র সমালোচনা করে নতুন এই হুমকি দিলেন। বলেন, এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ-নাগরিকদের সমস্ত ফেডারেল সুবিধা এবং ভরতুকি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং যারা সুরক্ষার ঝুঁকি তৈরি করে সেই অভিবাসীদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে। পোস্টে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, আমি সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করব যাতে মার্কিন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়। বাইডেনের জমানায় লক্ষ লক্ষ অবৈধ প্রবেশ হয়েছিল। ঘুমন্ত জো বাইডেনের অটোপেন দ্বারা স্বাক্ষরিত অনুমোদনগুলিও এবার বাতিল করব। যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ নন বা আমাদের দেশকে ভালবাসতে অক্ষম, তাঁদের সবাইকে সরিয়ে দেব, আমাদের দেশের অ-নাগরিকদের সমস্ত ফেডারেল সুবিধা এবং ভরতুকি বন্ধ করব, অভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট করে এমন অভিবাসীদের নাগরিকত্ব বাতিল করব। ট্রাম্পের কথায়, যেসব বিদেশি নাগরিক জন-বোঝা, সুরক্ষার ঝুঁকি বা

পশ্চিমি সভ্যতার সঙ্গে বেমানান, তাদের বিতাড়িত করব।

প্রসঙ্গত, ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কাছে বুধবার ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরে ট্রাম্পের এই কড়া মন্তব্য সামনে এল। প্রাথমিকভাবে দু'জনকেই গুরুতর আহত ঘোষণা করা হলেও গুলিবিদ্ধ হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরে প্রেসিডেন্ট নিশ্চিত করেছেন যে ইউএস ন্যাশনাল গার্ডের দুই সেনার মধ্যে একজন, স্পেশালিস্ট সারাহ বেক্সট্রম (২০), গুরুতর আঘাতের কারণে মারা গেছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পের বক্তব্য, অবৈধ এবং বিঘ্ন সৃষ্টিকারী জনসংখ্যা, যার মধ্যে অবৈধ অনুমোদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করা লোকজনও অন্তর্ভুক্ত, তাদের হ্রাস করা হবে। কেবলমাত্র রিভার্স মাইগ্রেশন এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে পারে। তিনি আরও যোগ করেছেন, সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশি জনসংখ্যা ৫৩ মিলিয়ন, যার মধ্যে অধিকাংশই কল্যাণমূলক সাহায্য গ্রহণকারী, পিছিয়ে থাকা দেশগুলি থেকে আসা বা কারাগার, মানসিক প্রতিষ্ঠান, গ্যাং বা মাদক কার্টেল থেকে আসা লোকজন।

১৯ দেশের জন্য দরজা বন্ধ

১৯টি দেশের নাগরিকদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে চায় আমেরিকা। এগুলি হল— আফগানিস্তান, মায়ানমার, চাদ, কঙ্গো, ইকোয়াটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইরান, ইয়েমেন, বরুন্ডি, লাওস, সিয়েরা লিয়োন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান, ভেনেজুয়েলা এবং কিউবা।

প্যালেস্টাইন নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত কমিশনের প্রধান হলেন ভারতের বিচারপতি

নয়াদিল্লি: রাষ্ট্রসংঘের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস মুরলীধরকে প্যালেস্টাইন অধিকৃত অঞ্চলের জন্য গঠিত স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিন সদস্যের কমিশনকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের আবহে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগগুলি তদন্ত করবে এই কমিশন। কমিশনের তদন্তের আওতায় থাকবে পূর্ব জেরুজালেম এবং ইজরায়েলও।

বিচারপতি মুরলীধর এখন রাষ্ট্রসংঘের সবচেয়ে আলোচিত মানবাধিকার তদন্তগুলির একটির নেতৃত্ব দেবেন। মানবাধিকার পরিষদের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত জর্গ লাউবার এই নিয়োগের বিষয়ে ঘোষণা করেছেন। কমিশনের অন্য দুই সদস্য হলেন জাম্বিয়ার ফ্লোরেন্স মুম্ব এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস সিডোটি। মুম্ব হলেন জাম্বিয়ার আইনজ্ঞ, যাঁর কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া আন্তর্জাতিক বিধানগুলির খসড়া তৈরিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কমিশনের তৃতীয় সদস্য সিডোটি হলেন অস্ট্রেলিয়ার একজন মানবাধিকার আইনজীবী, যিনি অতীতে বহু রাষ্ট্রসংঘ এবং জাতীয় মানবাধিকার

প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার মানবাধিকার কমিশনার হিসেবেও কাজ করেছিলেন। গত বছর মানবাধিকার পরিষদ কমিশনের দায়িত্ব আরও বাড়িয়েছিল, যেখানে ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারী এবং বিশ্বব্যাপী অস্ত্র স্থানান্তরের বিষয়ে অতিরিক্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়, যার মধ্যে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পরে গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযানে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলিও অন্তর্ভুক্ত। এই বছরের সেপ্টেম্বরে পেশ করা তাদের রিপোর্টে কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে ইজরায়েল গাজায় প্যালেস্টাইনিদের গণহত্যা করেছে। বিচারপতি মুরলীধরের এই নিয়োগ ভারতের পক্ষেও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। আইনজ্ঞ হিসাবে বিচারপতি মুরলীধর প্রায় দুই দশক ধরে ভারতের উচ্চ ন্যায়ালয়গুলিতে আইন অনুশীলন করেছেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন এবং একাধিক জনস্বার্থ মামলায় অ্যামিকাস কিউরিও হিসেবে অংশ নিয়েছেন।

বিশেষ কৌশলগত সম্পর্ক মজবুত করতে ডিসেম্বরে ভারতসফরে পুতিন

ট্রাম্পের তেল-হুমকির আবহে গুরুত্বপূর্ণ

নয়াদিল্লি: দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্ক মজবুত করতে প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণে ভারত সফরে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী ৪-৫ ডিসেম্বর তাঁর এদেশে আসার কথা। এই সফর দুই দেশের বিশেষ এবং বিশেষাধিকার প্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করবে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ দেবে। বিশেষত, রুশ তেল আমদানির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে যখন টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে, সেখানে পুতিনের ভারত সফর নিয়ে আগ্রহ রয়েছে কূটনৈতিক মহলে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আসন্ন এই রাষ্ট্রীয় সফর ভারত ও রাশিয়ার নেতৃত্বকে তাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব জোরদার করার লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ তৈরি এবং পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ দেবে। ২০০০ সালের অক্টোবর থেকে নিয়মিত ভারত সফরকারী পুতিন শেষবার ২০২১ সালে নয়াদিল্লি এসেছিলেন। এই সফরটি ২০০০ সাল থেকে চলে আসা বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের অংশ। ভারত ও রাশিয়ার পর্যায়ক্রমে এই পর্যন্ত মোট ২২টি বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেষ শীর্ষ সম্মেলনটি ২০২৪ সালের ৮-৯ জুলাই মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেখানে গিয়েছিলেন। দুই রাষ্ট্রনেতা চলতি বছর এসসিও নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ১ সেপ্টেম্বর

তিয়ানজিনে দেখা করেছিলেন। তখনই ভারতের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয় যে পুতিন চলতি বছরের ডিসেম্বরে ভারত সফর করবেন।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই সফরের সময় দুই পক্ষ বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে এবং একইসাথে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ ও প্রকল্পের ঘোষণা করবে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মস্কোতে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনের বিস্তারিত আলোচনা করার সময় বলেন, আমরা আশা করছি আগামী দিনে দু'দেশের প্রকল্পগুলি চূড়ান্ত হবে। এগুলি অবশ্যই আমাদের বিশেষ এবং বিশেষাধিকার প্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্বে আরও গভীরতা যোগ করবে। প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফোনালাপের পর ভারতের ওপর ৫০% শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেন। রুশ তেলক্রয় কমানোর জন্য ভারতের উপর বারবার চাপ দিয়েছেন ট্রাম্প। তবে নয়াদিল্লির অবস্থান হল, অস্থির জ্বালানি পরিস্থিতিতে ভারতীয় ভোক্তার স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমদানি নীতিগুলি পরিচালিত হয়। এদিকে পুতিনের সফরে ইউক্রেন সংঘাত, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফগানিস্তান নিয়েও কথা হতে পারে।

কর্মরত এক বিএলও-র মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

করছিলেন। তা সত্ত্বেও কমিশনের তরফে আরও দ্রুত কাজ শেষের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল!

অস্বাভাবিক কাজের চাপে এ-পর্যন্ত রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন বিএলও। অসুস্থ আরও ১৫। খড়গ্রামে বিএলও'র মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে যান স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক আশিস মার্জিত। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবারের মগরাহাটে আরও এক বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার ২১১ নং বুথের বিএলও বাসুদেব প্রামাণিককে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পাশাপাশি, এনুমারেশন ফর্মের তথ্য আপলোডের জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত অ্যাপে ফের বিপত্তি। বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু এলাকার ২০০২ সালের ভোটার তালিকা অ্যাপ থেকে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ভোটার

তালিকার সঙ্গে লিঙ্ক করতে গিয়েও প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বিএলওরা। ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ হবে কি না, তা নিয়ে ফের দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক বাড়ছে বিএলওদের মধ্যে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে মঞ্চস্থ হবে পূর্ব পশ্চিমের নতুন নাটক 'আ-শক্তি'। অভিনয়ে দেবশঙ্কর হালদার, সৌমিত্র মিত্র, পার্থ ভৌমিক। পরিচালনায় দেবাশিস

দুই চ্যানেলে দুই নতুন ধারাবাহিক

ডিসেম্বরের শুরুতেই দুটি টেলিভিশন চ্যানেলে আসছে দুটি নতুন ধারাবাহিক। স্টার জলসায় 'মিলন হবে কতদিনে' এবং জি বাংলায় 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'। কেমন হতে চলেছে ধারাবাহিক দুটি? কী ধরনের গল্প উপহার পেতে চলেছেন দর্শকেরা? জানালেন

অংশুমান চক্রবর্তী

মিলন হবে কত দিনে

■ এলা এবং গোরা। ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। দুজনের ভাবনা ছুটে যায় দুই দিকে। এলা ঝলমলে রোদের মতো একটি মেয়ে। চঞ্চলা। ঝর্নার মতো। হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল। সে গভীরভাবে ভালবাসায় বিশ্বাসী। ভালবাসতে চায়। তুমুলভাবে ভালবাসা পেতে চায়। মনের ডানা মেলে ভেসে বেড়ায় রঙিন কল্পনার জগতে। স্বপ্ন দেখে। রূপকথার আশ্চর্য মায়া জগতে তার বিচরণ। অন্যদিকে গোরা সম্পূর্ণ বাস্তববাদী এক যুবক। রুক্ষ, কঠোর, মেজাজি। ভালবাসার প্রতি তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। মনের মধ্যে নেই ছিটেফোঁটা মায়া-দয়া। সমস্তকিছু বুঝতে চেষ্টা করে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। রঙিন স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। বিপরীতমুখী এই দুই চরিত্রকে দেখা যাবে 'মিলন হবে কত দিনে' ধারাবাহিকে। এলা চরিত্রে অভিনয় করছেন শোলাঙ্কি রায়। গোরা চরিত্রে গৌরব চট্টোপাধ্যায়।

শোলাঙ্কি এবং গৌরব। পুরোনো জুটি। এর আগে দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল 'গাঁটছড়া' ধারাবাহিকে। জুটি হিসেবে তাঁরা যথেষ্ট নজর কেড়েছিলেন। সেই ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর থেকেই দর্শকেরা বারবার পর্দার জুটি হিসেবে তাঁদের ফিরে পেতে চেয়েছেন। পূর্ণ হতে চলেছে তাঁদের প্রত্যাশা।

নতুন ধারাবাহিকের প্রোমো সামনে এসেছে কিছুদিন আগেই। সেটা দেখে উচ্ছ্বসিত নেটনাগরিকেরা। রোমান্টিক ড্রামা। সম্পর্কের উত্থান-পতন নিয়ে দানা বেঁধেছে গল্প। কথা হল শোলাঙ্কির সঙ্গে। তিনি জানালেন, এর আগে আমি সিরিয়াস চরিত্রেই বেশি অভিনয় করেছি। এই ধারাবাহিকের এলা চরিত্রটি একেবারেই অন্যরকম। আগে এই ধরনের চরিত্রে আমাকে দেখা যায়নি। এলার মধ্যে ভীষণ ছেলেমানুষি রয়েছে। স্বপ্নের দুনিয়ায় বাঁচে। বাঁচে রূপকথাকে আঁকড়ে। কারণ, তার বাবা রূপকথার গল্প লিখতেন। তিনি হারিয়ে গেছেন। ছোটবেলায় বাবাকে পায়নি বলেই এলা ওই রূপকথার গল্পগুলোর মধ্যে বাবাকে খোঁজে। বিশ্বাস করে, শেষে সব ভাল হবে। যদিও বাস্তব-জীবনটা ঠিক ওইরকম নয়। মন দিয়ে চরিত্রটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। আশাকরি ধারাবাহিকটি দর্শকেদের ভাল লাগবে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, সোহিনী সান্যাল, অনিন্দিতা রায়চৌধুরী প্রমুখ। ১ ডিসেম্বর থেকে স্টার জলসায় দেখা যাবে অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত সায়ন দাশগুপ্ত পরিচালিত 'মিলন হবে কত দিনে'। সোম থেকে রবিবার। প্রতিদিন রাত সাড়ে ন'টায়।

বেশ করেছি প্রেম করেছি

■ আকাশকুসুম স্বপ্নের পরি। মিষ্টি মুখের জুঁই। উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে। স্কুলে পড়ে। একদিন হুড খোলা গাড়িতে স্কুলে যাওয়ার পথে সে নজরে পড়ে স্বয়মের। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে স্বয়ম। বাসের পা-দানিতে প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায় জুঁইকে। ঢেউ ওঠে বুকের ভিতর। গান জাগে প্রাণে। অতর্কিতে বয়ে যায় এলোমেলো বাতাস। জুঁইয়ের হাতের স্কার্ফ উড়ে এসে পড়ে স্বয়মের মুখের উপর। আর স্বয়মের হাতের রাঙা গোলাপের পাপড়ি প্রজাপতির মতো উড়ে গিয়ে ছুঁয়ে যায় জুঁইকে।

একদিন স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে মজার ভিডিয়ো দেখতে থাকে জুঁই। হঠাৎ ক্লাসে এসে পড়েন শিক্ষক। জুঁইয়ের হাত থেকে পড়ে যায় ফোন। সেটা দেখে শিক্ষক বিরক্ত হন। তখন শাস্তির হাত থেকে জুঁইকে বাঁচাতে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেয় স্বয়ম। এরপর চলতে থাকে জুঁই এবং স্বয়মের একে অপরকে লুকিয়ে দেখার পালা। কখনও স্কুলের করিডরে, কখনও ক্যান্টিনে। বয়ে যায় ফুরফুরে বাতাস।

স্বয়ম সাজিয়ে তোলে স্কুলের অনুষ্ঠানের মঞ্চ। নেচে ওঠে জুঁই। নামে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। ধীরে ধীরে রং ছড়িয়ে পড়ে। প্রেম জাগে দুজনের নরম মনে। ঠিক এইসময় জন্ম নেয় জটিল প্রশ্ন, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে স্বয়মের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কি মেনে নেবে জুঁইয়ের উচ্চবিত্ত পরিবার? জানার জন্য দেখতে হবে নতুন ধারাবাহিক 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'। জুঁইয়ের চরিত্রে কৌশিকী পাল। স্বয়মের চরিত্র ফুটিয়ে তুলছেন রাজদীপ গোস্বামী। অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে ভরত কল, সুজন নীল মুখোপাধ্যায়কে। একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন ইন্দ্রাণী দত্ত। কথা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি জানালেন, এটা মূলত দুই প্রজন্মের প্রেমের গল্প। আমি তার অন্যতম অংশ। আমার অভিনীত চরিত্রের নাম রাজরানি মুখোপাধ্যায়। তিনি উচ্চশিক্ষিতা, উচ্চাভিলাষী। আশা করি দর্শকদের মন জয় করবে এই ধারাবাহিক। সামনে এসেছে প্রোমো। পেয়েছে প্রশংসা। স্নেহাশিস চক্রবর্তী প্রযোজিত ও পরিচালিত 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' দেখা যাবে জি বাংলায়। ৮ ডিসেম্বর থেকে। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায়।

চার বছর আগে টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতকে হারানোই সবথেকে গর্বের মুহূর্ত : বাবর আজম

এক ম্যাচেই ১৭ লাল কার্ড

সুক্রি, ২৮ নভেম্বর : একটি ফুটবল ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেন ১৭ জন! অবিশ্বাস্য এই ঘটনা ঘটছে কোপা বলিভিয়া টুর্নামেন্টে। বলিভিয়ার শীর্ষ লিগের ১৬টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে থাকে। ফিরতি কোয়ার্টার ফাইনালে ব্লুমিং মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল অরুরোর। প্রথম লেগের ম্যাচ ২-১ ব্যবধানে জেতার পর, ফিরতি লেগ ২-২ ড্র করে সেমিফাইনালে উঠেছে ব্লুমিং। কিন্তু

হাতাহাতি চলছে দুই দলের।

খেলা শেষ হওয়ার পর, দু'দলের ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা নিজেদের মধ্যে তুমুল হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফুটবলার এবং কোচিং স্টাফ মিলিয়ে ১৭ জনকে লাল কার্ড দেখিয়েও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারেননি রেফারি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। লাল কার্ড দেখেন ব্লুমিংয়ের সাতজন এবং রিয়াল অরুরোর চার জন। দু'দলের কোচিং স্টাফদের মধ্যে আরও ছ'জন লাল কার্ড দেখেছেন।

ব্রিসবেন টেস্টেও নেই কামিন্স-হ্যাজলউড

সিডনি, ২৮ নভেম্বর : অ্যাশেজে ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টেও খেলতে পারবেন না প্যাট কামিন্স ও জস হ্যাজলউড। প্রথম টেস্টের মতো গাব্বাতেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ।

৪ ডিসেম্বর গাব্বায় শুরু হচ্ছে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট। শুক্রবার ১৪ জনের যে দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া, তাতে কোনও পরিবর্তন নেই। পারথের প্রথম একাদশই গাব্বায় খেলার সম্ভাবনা।

কামিন্স কয়েক মাস আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। সুস্থ হয়ে নেটে পুরোদমে বোলিং করলেও ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় এখনও আসতে পারেননি বলে মনে করা হচ্ছে। তাই কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না অস্ট্রেলিয়ার দল পরিচালন সমিতি। তবে ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্ট খেলার জায়গায় চলে আসবেন কামিন্স, নিশ্চিত ম্যানেজমেন্ট।

দ্বিতীয় টেস্টের দলে নেই এখনও একশো শতাংশ ফিট হতে না পারা পেসার হ্যাজলউডও। নেটে বোলিং শুরু করেছেন। দল পরিচালন সমিতির আশা, অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টের আগে ফিট হয়ে যাবেন তিনি। ছন্দে না থাকলেও ব্রিসবেন টেস্টের দলে রয়েছেন উসমান খোয়াজা। ২০২৩ সালের জানুয়ারির পর ঘরের মাঠে টেস্ট সেঞ্চুরি নেই অজি ওপেনারের। তবু ৩৮ বছরের খোয়াজার উপর আস্থা রেখেছেন নির্বাচকেরা।

ফিট হওয়ার পথে কামিন্স ও হ্যাজলউড।

ডিসেম্বরে বাইশ গজে ফিরছেন হরমনপ্রীতরা

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর : যাবতীয় জল্পনার অবসান। ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের পর, ডিসেম্বরে ফের ২২ গজে দেখা যাবে হরমনপ্রীত কৌরদের। পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলতে ভারত আসছে শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার ওই সিরিজের সূচি জানিয়ে দিল বিসিসিআই।

২১ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে হবে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। ২৩ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচের ভেন্যুও বিশাখাপত্তনম। পরের তিনটি ম্যাচ যথাক্রমে ২৬, ২৯ এবং ৩০ ডিসেম্বর। এই তিন ম্যাচই হবে তিরুঅনন্তপুরমে। প্রসঙ্গত, ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় মহিলা দলের। সেখানে তিনটি ওয়ান ডে এবং তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলার কথা ছিল হরমনপ্রীতদের। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ডামাডোলের কথা মাথায় রেখে সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। এর পর থেকেই বিকল্প সিরিজের ভাবনায় ছিলেন বোর্ড কর্তারা। তাই শ্রীলঙ্কাকে আমন্ত্রণ জানানো হল। এছাড়া ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সেখানে একটি টেস্ট ছাড়া তিনটি টি-২০ ও তিনটি ওয়ান ডে খেলবেন হরমনপ্রীতরা। এরপর মে মাসে রয়েছে ইংল্যান্ড সফর। সব মিলিয়ে ঠাসা সূচি অপেক্ষা করছে হরমনপ্রীতদের জন্য।

অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল

দোহা, ২৮ নভেম্বর : নিজে বিশ্বকাপ জিততে পারেননি এখনও। তাই অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপজয়ী পর্তুগাল যুব দলের সাফল্যে আপ্লুত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে রোনাল্ডো লিখেছেন, জায়ান্টস! অভিনন্দন বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। সঙ্গে কাপজয়ী দলের উচ্ছ্বাসের ছবিও পোস্ট করেছেন।

দোহায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পর্তুগাল। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন বেনফিকার স্ট্রাইকার আনিসিও কাবরাল। প্রসঙ্গত, এবারই প্রথম অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল পর্তুগাল যুব দল। আর প্রথমবারেই বাজিমাত। চলতি বছরের জুনে অনূর্ধ্ব ১৭ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছিল এই দলটা। এবার বিশ্বকাপেরও দখল নিল।

সেমিফাইনালে পর্তুগাল টাইব্রেকারে হারিয়েছিল ব্রাজিলকে। অন্যদিকে, অস্ট্রিয়া ২-০ গোলে হারিয়েছিল ইতালিকে। তৃতীয় স্থান নির্নায়ক ম্যাচেও ব্রাজিল টাইব্রেকারে হেরেছে ইতালির কাছে। ৮ গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে সোনার বুট জিতেছেন অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোজের। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে সোনার বল পেয়েছেন পর্তুগালের মাথিউস মিড। এই প্রথমবার অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে ৪৮টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।

৫১১ বছরের প্রাচীন গির্জায় বিয়ে রোনাল্ডোর

প্রতিবেদন : জন্মভূমি পর্তুগালের মাদেইরাতেই দীর্ঘদিনের বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দু'জনের প্রায় ৯ বছরের সম্পর্ক। গত অগাস্টে বাগদান হয়েছে। এবার সামনে জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্ত। রোনাল্ডো তাঁর বিয়ের জন্য বেছে নিয়েছেন নিজের জন্মভূমি ফুনচালের মাদেইরার ৫১১ বছরের এক প্রাচীন গির্জাকে। দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও রোনাল্ডো জানিয়েছেন, আগামী বছর বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরই ফুনচালের ঐতিহাসিক গির্জায় হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।

১৫১৪ সালে নির্মিত মাদেইরার

সবচেয়ে পুরনো গির্জা এটি। এই স্থানটি রোনাল্ডোর জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে। গির্জাটি পর্তুগিজ মহাতারকার জন্মস্থান ফুনচাল হাসপাতাল থেকে মাত্র ২ মাইল দূরে। রোনাল্ডোর শৈশবের প্রথম ক্লাব সিওনাল দ্য মাদেইরার কাছেই এই গির্জা। ১২ বছর বয়সে এই ক্লাব থেকেই যোগ দিয়েছিলেন স্পোর্টিং লিসবনে। সেখান থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। বাকিটা ইতিহাস।

২০১৬ সালে মাদ্রিদের একটি সুপার শপের কর্মী জর্জিনার সঙ্গে প্রথম আলাপ রোনাল্ডোর। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। পাশাপাশি সিআর সেভেনের আরও তিন সন্তান রয়েছে। পিয়ার্স মর্গ্যানকে দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো বলেছেন, জীবনের ভাল জিনিসগুলো ঠিক সময়ে আসে। তাড়াহুড়ো করলে ভুল হতে পারে। জানতাম একদিন সময় আসবে। কিন্তু কবে, কোথায়, কীভাবে— সেটা স্বাভাবিকভাবেই আসতে দিয়েছি। জর্জিনা শুধু আমার সন্তানের মা নয়, আমার জীবনের ভালবাসা। এবার একটা সুন্দর অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

রোনাল্ডোর নতুন জীবনের অপেক্ষায় তাঁর বিশ্বজোড়া অনুরাগীরা। বহু প্রতীক্ষিত এই বিয়ের আসরে চাঁদের হাট বসতে চলেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে লেবাননের কাছে ০-২ গোলে হার ভারতের

মাঠে ময়দানে

29 November, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৯ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

দুরন্ত জবিরা, ফাইনালে উঠল ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন : আই লিগ কবে শুরু হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা। তবে প্রথমবার আই লিগের মূলপর্বে নামার আগে নিজেদের ভালভাবে তৈরি করে নিচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। বৃহস্পতিবার সিকিম গভর্নর'স গোল্ড কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিল ডায়মন্ডের জুনিয়র দল। শুক্রবার বিদেশি-সমৃদ্ধ সিনিয়র দল ওড়িশার ধনকানালে শহিদ বাজি রাউথ স্মৃতি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল। অসম রাইফেলসকে ৩-১ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার। কিবু ভিকুনার দলের তিন গোলদাতা কিমা, অ্যান্তোনিও মোয়ানো এবং জবি জাস্টিন।

অসমের বিরুদ্ধে শুরু থেকে আধিপত্য নিয়ে খেলেই দুরন্ত জয় তুলে নেয় ডায়মন্ড হারবার। নতুন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার অ্যান্তোনিও অনবদ্য ফুটবল উপহার দেন। আক্রমণে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ফ্রি-কিক থেকে বিশ্বমানের একটি গোল করে করেন অ্যান্তোনিও। তবে অসম রাইফেলসের বিরুদ্ধে প্রথম গোলের জন্য ডায়মন্ড হারবারকে অপেক্ষা করতে হয় ৩৪ মিনিট পর্যন্ত। কিমার গোলে এগিয়ে যায় কিবুর দল। এরপর আক্রমণে ঝাঁজ বাড়িয়ে একের পর এক সুযোগ তৈরি করে ডায়মন্ড। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেনি তারা। প্রতিআক্রমণ থেকে বিরতির ঠিক আগে একটি গোল হজম করে কিবুর দল। ১-১ থেকে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর প্রতিপক্ষকে কার্যত উড়িয়ে দেয় ডায়মন্ড হারবার। ৬৯ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে অসাধারণ গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অ্যান্তোনিও। এই গোলের পরই আরও

অ্যান্তোনিওর গোলের পর সতীর্থদের উচ্ছ্বাস।

উজ্জীবিত ফুটবল খেলে ডায়মন্ড হারবার। অসমের দলটির গোলকিপার ও ডিফেন্ডারের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে গোল করে ডায়মন্ডের জয় নিশ্চিত করেন জবি। রবিবার ফাইনালে চেন্নাই ইনকাম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে ডায়মন্ড হারবার।

প্রয়াত কেষ্ট মিত্র

প্রতিবেদন : চলে গেলেন কেষ্ট মিত্র। দুই প্রধানে খেলা ফুটবলার দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার সকালে কাঁচরাপাড়ায় মেয়ের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। সাতের দশকে ময়দানের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার কেষ্ট মিত্র। ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে মোহনবাগানে খেলার পর ১৯৭৬-এ ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলেন তিনি। সে-বার ইডেন গার্ডেন্সে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে লিগের ম্যাচে ১৭ সেকেন্ডে গোল করে রেকর্ড গড়েছিলেন আকবর। সেই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম স্ট্রাইকার ছিলেন কেষ্ট। দুই প্রধান ছাড়া এরিয়ানের হয়ে বহু ম্যাচ খেলেছেন তিনি। কেষ্ট মিত্রের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ময়দান।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নয়াদিল্লি : আইএসএল নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই শুক্রবার আই লিগের জন্য দরপত্র আহ্বান করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ১৩ ডিসেম্বর দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু এতদিন পর কেন দরপত্র চাওয়া হল লিগের বাণিজ্যিক স্বত্ব চেয়ে? প্রশ্ন উঠছে। অথচ আই লিগের আয়োজক স্বত্ব রয়েছে ফেডারেশনের কাছেই। এদিকে, শনিবার দুপুরে কলকাতা প্রেস ক্লাবে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন জাতীয় কোচ খালিদ জামিল। থাকবেন ডিরেক্টর সুব্রত পাল। ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান আইএম বিজয়ন ও ভাইস চেয়ারম্যান সাব্বির আলি।

লোবেরার ভিসা-জট জিতল ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : শুক্রবার রাত পর্যন্ত ভিসা হাতে পাননি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নতুন হেড কোচ সের্জিও লোবেরা। ফলে রবিবার প্রথম দিন থেকে হয়তো মোহনবাগানের অনুশীলনে থাকতে পারবেন না জেসন কামিন্সদের নতুন হেড স্যার। তবে ভিসা হাতে পেলেই দ্রুত শহরে চলে আসবেন লোবেরা। নতুন কোচের শহরে আসতে দেরি হলেও অনুশীলন পিছোচ্ছে না। রবিবারের মধ্যেই সবাই একত্রিত হবেন শহরে। সোমবার ১ ডিসেম্বর মাঠে বল নিয়ে প্রস্তুতি শুরুর কথা। আগের দিন রবিবার ফুটবলারদের শারীরিক পরীক্ষা হবে। যেহেতু অনেকদিন অনুশীলন বন্ধ ছিল, তাই ফুটবলারদের মেডিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ম্যাচে জোড়া গোল হিরোশির।

মোহনবাগানে যখন পরিবর্তনের হাওয়া, তখন ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপ সেমিফাইনালের মহড়ায়। বৃহস্পতিবার অস্কার ব্রুজোর দল গোয়ায় পৌঁছনোর পর শুক্রবার আই লিগের দল ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল। সুপার কাপে ডেম্পোর কাছে আটকে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল এদিন ৪-১ গোলে জিতেছে। জোড়া গোল করে অস্কারকে স্বস্তি দিয়েছেন জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকি। বাকি দুই গোলদাতা হামিদ আহদাদ এবং সাউল ক্রেসপো।

সেমিফাইনালে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে নামার আগে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে তৈরি রাখতে চাইছে অস্কারবাহিনী।

এভার্টনে সই খুদে প্রতিভার

লন্ডন, ২৮ নভেম্বর : বয়স মাত্র ৯ বছর। আর এই বয়সেই ফুটবল পায়ে মাঠ মাতাচ্ছে বিস্ময় বালক আরবান নেগি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরবান নজর কেড়েছে প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম ক্লাব এভার্টনের স্পটারদেরও। তাকে এভার্টনের ইউথ অ্যাকাডেমিতে সই করানো হয়েছে। টেকনিক্যাল ডিরেক্টর নিক কক্সের তত্ত্বাবধানে প্র্যাকটিস শুরুও করেছে আরবান। এই খবরে খুশি ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরাও। আরবান থাকে দক্ষিণ-পূর্ব লন্ডনে। খুদে এই প্রতিভা মাত্র সাত বছর বয়সেই দক্ষিণ লন্ডনেক ক্লাব ডায়নামো ইয়ুথ এফসিতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। দুরন্ত ড্রিবলিং ও স্কিল এবার আরবানকে পৌঁছে দিল এভার্টন অ্যাকাডেমিতে। অতীতে এই অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছেন ওয়েন রুনি, অ্যান্থনি গর্ডনের মতো ফুটবলাররা।

সেমিফাইনালে শ্রীকান্ত-তনভি

লখনউ, ২৮ নভেম্বর : সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে তনভি শর্মার স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত। গতকাল প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নোজোমি ওকুহারাকে হারিয়ে কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠেছিলেন ১৬ বছর বয়সী তনভি। শুক্রবার তিনি হংকংয়ের লো সিন ইয়ানকে ২১-১৩, ২১-১৯ সরাসরি গেমে হারিয়ে মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন।

প্রথম গেম সহজেই জেতার পর, দ্বিতীয় গেমে একটা সময় ১৩-১৮ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন তনভি। সেখান থেকে ম্যাচ করে নেন। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ জাপানের হিনা আকেচি। চলতি বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনও টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেন তনভি। এর আগে ইউএস ওপেন সুপার ৩০০-র ফাইনালেও উঠেছিলেন তিনি।

এদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। এদিন কোয়ার্টার্র ফাইনালে আরেক ভারতীয় শাটলার প্রিয়াংশু রাজাবতের বিরুদ্ধে কোর্টে নেমেছিলেন শ্রীকান্ত। প্রথম গেম ২১-১৪ ফলে জেতার পর, দ্বিতীয় গেমে শ্রীকান্ত যখন ১১-৪ পয়েন্টে এগিয়ে, তখন চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেন প্রিয়াংশু। সেমিফাইনালে শ্রীকান্ত খেলবেন ভারতেরই মিঠুন মঞ্জুনাথের বিরুদ্ধে। মেয়েদের ডাবলসের শেষ চারে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় জুটি তৃষা জোলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ।

বিধ্বংসী পৃথ্বী

প্রতিবেদন : কলকাতাতেও হচ্ছে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফির খেলা। নজরে ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী ও প্রত্যাবর্তনের লড়াই করা পৃথ্বী শ। প্রথমজন ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় বালক। দ্বিতীয়জন খাদের কিনারা থেকে নিজেকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। জাতীয় টি-২০'তে শুক্রবার ইডেনে দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্যর্থ বৈভব। প্রথম ম্যাচে ১৪ রান করার পর এদিন ৯ বলে ১৩ রান করে বিহারের ব্যাটার। বৈভবের দলও হারল মধ্যপ্রদেশের কাছে। কেকেআরের বাতিল ভেঙ্কটেশ আইয়ার ৫৫ রান করে মধ্যপ্রদেশকে জেতান। অন্যদিকে, সল্টলেকের মাঠে ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি করে মহারাষ্ট্রকে জেতালেন পৃথ্বী। ওপেন করতে নেমে মাত্র ২৩ বলে হাফ সেঞ্চুরি করার পর পৃথ্বী আউট হন ৩৬ বলে ৬৬ রান করে।

শাহবাজ-সক্ষমে টানা জয় বাংলার

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সক্ষম। শুক্রবার হায়দরাবাদে।

প্রতিবেদন : সৈয়দ মুস্তাক আলি জাতীয় টি-২০ টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার। শুক্রবার হায়দরাবাদের উপ্পল স্টেডিয়ামে উর্ভিল প্যাটেলদের গুজরাটের বিরুদ্ধে সহজ ম্যাচ কঠিন করে জিতল বঙ্গ ব্রিগেড। বাংলা জিতল ৩ উইকেটে। শেষ দিকে পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়লেও শাহবাজ আহমেদ ও সক্ষম চৌধুরী ব্যাট হাতে বাংলাকে জয় এনে দিলেন। তার আগে বল হাতেও এদিন সফল ডান হাতি পেসার সক্ষম। ৩ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি শাহবাজকে সঙ্গ দিয়ে ম্যাচ শেষ করে আসেন।

ম্যাচে বাংলার পথের কাঁটা ছিলেন ভয়ঙ্কর ফর্মে থাকা উর্ভিল প্যাটেল। মাত্র ১০ বলে ২০ রান করে বাংলার বোলারদের উপর কর্তৃত্ব করা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু সক্ষম তাঁকে ফিরিয়ে দিতেই চাপে পড়ে যায় গুজরাট। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় তারা। শেষ দিকে মহম্মদ শামি নেন ২ উইকেট। সায়ন ঘোষের ঝুলিতেও ২ উইকেট। সক্ষম, শামিদের দাপটে ১২৭ রানে অল আউট হয়ে যায় গুজরাট। জবাবে শুরুতেই অভিষেক পোড়েলের রান আউট বাংলাকে সমস্যায় ফেললেও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৩৪) ও শাকির হাবিব গান্ধীর (১৮) জুটি নিশ্চিন্ত করে দলকে। কিন্তু পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় বাংলা। শেষমেশ অষ্টম উইকেট জুটিতে শাহবাজ (১৯ অপরাজিত) ও সক্ষম (৮ অপরাজিত) ৬ বল বাকি থাকতে ম্যাচ শেষ করে দেন।

মাঠে ময়দানে
29 November, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রিহ্যাব শুরু করে দিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার, বিসিসিআই সূত্রের খবর

ফিট থাকলে বিশ্বকাপ খেলবে বিরাট-রোহিত

বলে দিলেন মর্কেল

সাংবাদিক বৈঠকে মর্কেল।

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর : ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার খেলার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার রাঁচিতে সাংবাদিক সম্মলনে এসে বলে দিলেন মর্নি মর্কেল। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচের বক্তব্য, ওরা দু'জনেই অসাধারণ ক্রিকেটার। ওরা যদি শারীরিক এবং মানসিকভাবে ফিট থাকে, তাহলে অবশ্যই বিশ্বকাপ খেলবে। ভারতের হয়ে ওরা অনেক ট্রফি জিতেছে। বড় টুর্নামেন্টে ওদের অভিজ্ঞতা দলের সম্পদ হতে পারে।

মর্কেলের সংযোজন, আমি নিজেও ওদের বিরুদ্ধে অনেকবার খেলেছি। একজন বোলার হিসাবে জানি, ওরা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। আমি নিজেও ওদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগের রাতে ঘুমোতে পারতাম না।

এদিকে, লাল বলে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর এবার সাদা বলের সিরিজ। মর্কেল বলছেন, শেষ দুটো সপ্তাহ আমাদের জন্য খুব খারাপ কেটেছে। তবে এবার অন্য সিরিজ। নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য দুটো দিন সময় পাচ্ছি। ছন্দ এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই সিরিজে নিজেদের সেরা ছন্দে ফেরা।

দুই সিনিয়র পেসার জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজকে একদিনের সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। মর্কেল বলছেন, অর্শদীপ, হর্ষিত, প্রসিধের মতো তরুণদের কাছে এটা বিরাট সুযোগ। সাদা বলে ওদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। এই সিরিজে ওরা ডেথ ওভারে কেমন বল করে। উইকেট কেমন তোলে, সেটাই বড় পরীক্ষা।

ধোনির গড়ে নজরে রো-কো

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর : রিং রোডের ধারে এমএস ধোনির বাড়ি। বাড়ি না বলে খামার বাড়িও বলা চলে। বিরাট কোহলি যখন বৃহস্পতিবার রাতে ধোনির বাড়িতে আসেন তখন ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি সবই ছিল। কিন্তু যখন হোটেলে ফেরেন তখন সব শুনশান। ধোনি নিজেই তাঁর এসইউভি চালিয়ে বিরাটকে হোটেল পৌঁছে দেন। যা নিয়ে স্টার স্পোর্টস লিখেছে, রিইউনিয়ন অফ দ্যা ইয়ার।

বিরাট ও রোহিত শুক্রবার সাড়ে পাঁচটা থেকে দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস করে গেলেন। তার আগে দুপুরে প্র্যাকটিস সেরে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগের দিনের মতো এদিনও ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। তার মধ্যে ক্রিকেটাররা স্টেডিয়ামে আসেন। জনতার নজর ছিল দুই মহাতারকার দিকে। বিরাট ও রোহিত সিডনিতে খেলার পর আবার নীল জার্সিতে মাঠে নামবেন।

নেটে রোহিত। প্র্যাকটিসের ফাঁকে পন্থ, কুলদীপদের সঙ্গে আড্ডা বিরাটের। শুক্রবার রাঁচিতে।

এদিন প্র্যাকটিসে দারুণ মেজাজে দেখা গেল বিরাটকে। অন্যদিকে, মেদ ঝরিয়ে দারুণ ফিট দেখাচ্ছে রোহিতকে। দু'জনেই নেটে দীর্ঘক্ষণ ব্যাট করেছেন। শুভমন গিলের অনুপস্থিতিতে রোহিতের সঙ্গে ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়াল। টেস্ট সিরিজে ফর্মে ছিলেন না বাঁ হাতি ওপেনার। এদিন কোচ গৌতম গম্ভীরকে দেখা গেল আলাদা করে যশস্বীর সঙ্গে কথা বলতে।

রাঁচিতে টিকিটের উন্মাদনা সাংঘাতিক। চল্লিশ হাজারের স্টেডিয়াম পুরো ভরা থাকবে রবিবার। লালমাটির এই উইকেটে ভাল রান ওঠে। তাই রবিবারের ম্যাচেও রান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় দলে খুব বেশি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে ঋষভ পন্থ ও কে এল রাহুলের মধ্যে কে কিপিং করবেন, সেই ধাঁধা থেকেই যাচ্ছে। ঋতুরাজ গায়কোয়াড় ও তিলক ভার্মাকে হয়তো বসতে হবে। সেক্ষেত্রে পন্থ চারে খেলবেন। আবার এমনও হতে পারে যে পন্থ বসলেন। তিলক খেললেন। অস্ট্রেলিয়ায় চোটের জন্য সেভাবে খেলতে না পারলেও এখানে নীতীশ খেলবেন। আরেক অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। যার অর্থ বসতে হবে জুরেল ও প্রসিধ কৃষ্ণকে।

কোচ আবেগপ্রবণ হলে দলের সমস্যা বেড়ে যায়

ডি'ভিলিয়ার্সের নিশানায় গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকা। এক বছরের মধ্যে দেশের মাটিতে দু'-দু'টি টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ! কড়া সমালোচনার মুখে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ঘূর্ণি পিচে ভারতীয় ব্যাটারদের দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কোচের পদ থেকে গৌতম গম্ভীরের ছাঁটাইয়ের দাবিও উঠছে জোরালো ভাবে। বিশেষ করে, লালবলের ফরম্যাটে গম্ভীরের কোচিং রেকর্ড খুবই খারাপ

এই পরিস্থিতিতে এবি ডি'ভিলিয়াস জানাচ্ছেন, আবেগপ্রবণ কোচ হলে সেটা দলের জন্য ক্ষতিকর। তিনি বলছেন, নেতা হিসাবে গম্ভীর কেমন, সেটা আমার অজানা। আমি ওকে আবেগপ্রবণ খেলোয়াড় হিসাবেই চিনি। তবে সাধারণত কোচ যদি বেশি আবেগপ্রবণ হয়, তাহলে ড্রেসিংরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোচের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ড্রেসিংরুমের পরিবেশ খারাপ করতে পারে।

একই সঙ্গে ডি'ভিলিয়ার্স মনে করেন, স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের টেকনিক ঠিকই আছে। সমস্যাটা আসলে মানসিকতার। প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকা বলেছেন, আমি মনে করি না, সমস্যাটা টেকনিক্যাল। ভারতীয় ব্যাটাররা সব সময়ই স্পিন বোলিং ভাল খেলে। স্পিনের বিরুদ্ধে ওরাই সেরা। তাই আমি মনে করি না, হঠাৎ করে ওদের সুইপ বা রিভার্স সুইপ মারতে হবে। যাতে নিজেদের সেরা প্রমাণ করা যায়। ডি'ভিলিয়ার্সের সংযোজন, এই পরিস্থিতিতে ব্যাটারদের টেকনিকে খুব বেশি পরিবর্তনের পক্ষে আমি নই। বরং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা এবং মাথা ঠান্ডা কারার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমার ধারণা, ভারতীয় ব্যাটারদের সমস্যাটা মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির। এতে বদল আনতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার অধিনায়কত্বে মজেছেন ডি'ভিলিয়ার্স। তিনি বলেন, বাভুমাকে দেখে আমি মুগ্ধ। এমএস ধোনিও এমনই ছিল। খুব বেশি কথা বলত না। কিন্তু যখন বলত, সবাই সেটা শুনত। বাভুমা অনেকটা ধোনির মতো। মাথা ঠান্ডা রেখে সতীর্থদের সম্মান আদায় করে নিয়েছে। টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে ওর রেকর্ড সত্যিই অবিশ্বাস্য।

পরিবর্তন নিয়ে ভিন্ন মেরুতে সানি-অশ্বিন

চেন্নাই, ২৮ নভেম্বর : টেস্ট দলে হঠাৎ বিরাট পরিবর্তন নিয়ে ভিন্ন মেরুতে সুনীল গাভাসকর ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতের প্রাক্তন স্পিনার মনে করেন, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং তিনি আরও কিছুদিন খেলে যেতে পারলে তরুণরা উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু গাভাসকর আবার অশ্বিনের সঙ্গে একমত নন। তিনি তারকা ত্রয়ীর টেস্ট অবসরের সিদ্ধান্তে বোর্ডকে দায়ী করছেন না।

গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের বিবর্তন মসৃণভাবে এগোচ্ছে। কিন্তু লাল বলে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের ০-২ টেস্ট সিরিজ হোয়াইটওয়াশের পর অভিজ্ঞ ত্রয়ীর না থাকা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে নির্বাচক কমিটি এবং টিম ম্যানেজমেন্টকে। এমন একটা আবহে অশ্বিন মনে করছেন, তাঁরা তিনজন আরও কিছু সময় থাকতে পারতেন এবং দলের মসৃণ পরিবর্তনে সাহায্য করতেন।

অশ্বিনের সঙ্গে অবশ্য একমত নন গাভাসকর। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত ওরা নিজেরাই নিয়েছে। রোহিত, বিরাট, অশ্বিনকে হয়তো ভাবতে বলা হয়েছিল। আমরা কখনও বলতে পারি না, ওরা থাকলেই জিততাম। আমরা যখন নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ সিরিজ হেরেছিলাম, তখন ওরাও দলে ছিল। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় কী হয়েছিল? আমরা সিরিজ হারিনি? সানির মন্তব্যে সায় নেই অশ্বিনের। তিনি বলেন, পরিবর্তনের জন্য একটা নির্দিষ্ট পথ থাকতে হবে। যখন সেখানে স্পষ্ট কোনও উপায় বা পথ থাকে না, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়। বিরাট, রোহিত তরুণদের তৈরি করতে পারত। আমিও পারতাম। আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে পারতাম তরুণ প্রজন্মকে।

অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ

নেতৃত্বে আয়ুষ, দলে বৈভবও

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর : আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ। শুক্রবার সেই টুর্নামেন্টের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন আয়ুষ মাত্রে। দলে রয়েছেন বৈভব সূর্যবংশীও। সদ্যসমাপ্ত রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল ভারত এ দলকে। হারতে হয়েছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও। অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপেও একই গ্রুপে পড়েছে ভারত ও পাকিস্তান। বৈভবরা বদলা নিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

প্রসঙ্গত, পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে হবে অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ। ভারতের গ্রুপে বাকি দু'টি দল বাছাই পর্ব খেলে উঠে আসবে। ১২ ডিসেম্বর প্রথম কোয়ালিফায়ারের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ভারত। ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ। ১৬ ডিসেম্বর বৈভবরা গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবেন কোয়ালিফায়ার থ্রি-র বিরুদ্ধে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

29 November, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
২৯ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

দুধ না খেলে

মেয়েদের শরীরের অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে রোগ প্রতিরোধ— সবকিছুর জন্য অপরিহার্য হল দুধ। তাই মহিলাদের জন্য দুধ খাওয়া জরুরি। কী কী পুষ্টিগুণ রয়েছে দুধে? সারাদিনে কতটা পরিমাণ দুধ খাবেন? দুগ্ধজাত দ্রব্যও কি সমান উপকারী? বিকল্প দুধের উপযোগিতা কী? এই নিয়ে লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

চৈতির বাড়িতে রোজ চারটে করে দুধের প্যাকেট আসে, দুটো ফ্যাট-যুক্ত দুধ এবং দুটো ফ্যাট-ফ্রি। চৈতির শ্বশুর যাই খান না কেন শেষে খই-দুধ ওনার চাই। ছেলে দুধ খেয়ে স্কুলে বেরয়, ফিরেও অনেক সময়ই দুধ খায়, এর সঙ্গে সারাদিন সবার চা-কফি তো আছেই। চামেলিকেও কখনও কখনও একটু দুধ দেয় চৈতি। গরিব মানুষ সারাদিন খাটে, ওই তো দুধ জ্বাল দেয়, ব্রেকফাস্ট রেডি করে। বাকি দুধ দিয়ে দই পাতে। বরের আবার দই ছাড়া চলে না একদিনও। চৈতি নিজেও খুব দুধ খেতে ভালবাসত। কিন্তু সংসারে সবার পুষ্টির খেয়াল রাখতে গিয়ে নিজের আর দুধ খাওয়া হয় না। যদিও চৈতি জানে তার বয়সি মহিলাদের জন্য দুধ কতটা জরুরি। কিন্তু উপায় কী!

আসলে নিজের স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করা মহিলাদের একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। ওয়র্কিং হোন বা গৃহবধূ, নিজে না খেয়ে পরিবার পরিজনকে খাওয়াতেই ভালবাসেন মহিলারা। কিন্তু দুধের পুষ্টি মহিলাদের সবচেয়ে বেশি দরকার।

ব্যালান্সড ডায়েটে নিয়মিত একগ্লাস দুধ থাকা মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা অপরিহার্য এটা অনেক মহিলাই জানেন না বা জানলেও চৈতির মতোই তাঁদের কিছু করার থাকে না। দুধ ঠিক কীভাবে মেয়েদের সাহায্য করে তা জানতে হলে আগে জানা জরুরি দুধে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলিকে।

দুধের পুষ্টি উপাদান

দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম যা হাড়ের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে বিশেষ করে মহিলাদের। দুধে রয়েছে ফসফরাস। এটিও হাড়ের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে। অন্যদিকে ভিটামিন ডি, মিনারেলস, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্কের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ফসফরাস। ডিএনএ তৈরির জন্যেও জরুরি উপাদান হল ফসফরাস। ভিটামিন ডি এটাও বোন হেল্‌থের জন্য বিশেষভাবে কার্যকরী। হাড়ের স্বাস্থ্যের কথা বারবার বলার কারণ একটা বয়সের পরে মহিলাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি শুরু হয় তখন হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়। গবেষণা অনুযায়ী পুরুষের থেকে মহিলারাই অস্টিওআথ্রাইটিস, অস্টিওপোরোসিসের মতো সমস্যায় ভোগেন। তাই ছোট থেকেই মেয়েদের দুধ খাওয়া প্রয়োজন। দুধ নারী শরীরে খুব বড় পরিসরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করে। এছাড়া দুধে রয়েছে ভিটামিন বি১২ যা নার্ভের কার্যকলাপ ঠিক রাখে, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ভিটামিন বি২ বা রাইবোফ্লোবিন যা শরীরকে প্রচুর এনার্জি সরবরাহ করে এবং আয়োডিন যা থাইরয়েডের কার্যকলাপকে সুস্থ রাখে এবং রয়েছে প্রোটিন।

বিভিন্ন বয়সের দুধের উপকারিতা

মায়েরা দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে তার ছোট্ট শিশুটির পিছনে ঘুরছে— এই দৃশ্য আমাদের খুব চেনা। আসলে প্রতিটি মা-ই চান তাঁর সন্তান দুধে-ভাতে থাকুক কারণ দুধই সুস্থ শরীরের ভিত গড়ে তোলে। শিশুর অপুষ্টি আজও পৃথিবী জুড়ে বৃহৎ সমস্যা। সমীক্ষা বলছে, বিশ্বে প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে একজন শিশু চরম অপুষ্টির শিকার। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী সেই অপুষ্টি শিশু-কন্যাদের মধ্যে অনেক বেশি। তাই ছোট থেকেই অপরিহার্য হল দুধ। দুধে রয়েছে ম্যাক্রো এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস দুই-ই যা দিনের শুরুতেই অপুষ্টির সমাধান করে দেয়।

কিশোর বয়স অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির মেয়েদের শরীরে অপুষ্টি কিন্তু ঘাতক। এই বয়সের মেয়েদের শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যও বিঘ্নিত হয় অপুষ্টির কারণে। তাদের শরীরে সঠিক পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন ডি-এর সরবরাহ জরুরি যা একসঙ্গে দুধে মধ্যেই পাওয়া যায়। তা না হলে হাড়ের ঘনত্ব কমতে শুরু করে, হাড় দুর্বল হয় এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়। কিশোরী বয়সে ক্যালসিয়ামের অভাব পরবর্তীকালে হাড় ক্ষয়ের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। ইদানীং ৩০, ৩৫ বছর বয়স থেকেই মহিলাদের অস্টিও-আথ্রাইটিসের সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে তার কারণ মেয়েদের শরীরে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ামের অভাব যার বেশিরভাগটাই দুধে মেলে।

এর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের শরীরে প্রোটিনের চাহিদাও দুধই মেটায়। কারণ দুধ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। প্রতিদিনই কোনও কোনও কারণে পেশির ক্ষয় হয় আর সেই ক্ষতি পূরণ করে প্রোটিন। মাংসপেশির শক্তি বৃদ্ধি করতেও জরুরি প্রোটিন। এই প্রোটিনের অনেকটাই পাওয়া যায় দুধ থেকে। মহিলাদের মেনোপজের পর শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের ঘাটতি শুরু হয়ে যায় ফলে বয়স যত বাড়তে থাকে এই হরমোনের অভাবেও হাড় ক্ষয় শুরু হয়। অস্টিওপোরোসিস, অস্টিও আথ্রাইটিস, অস্টিওম্যালেশিয়া রোগগুলো দেখা দিতে শুরু করে। দুধ প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম উভয়েরই জোগান দেয়।

দুধ খাওয়ার নিয়ম

দুধকে আমরা সুষম আহার বলি তার কারণ দিনের যে কোনও সময় দুধ খাওয়া যেতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুধ খাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় হল ঘুমোতে যাবার আগে। এতে ঘুম ভাল হয় এবং শরীর অনেক বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক মতে পাস্তুরাইজড দুধ খাওয়া বেশি স্বাস্থ্যকর কারণ এই পদ্ধতিতে দুধের অনেক জীবাণু নির্মূল করা হয়। বিশেষজ্ঞের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা দিনে ২-৩ কাপ দুধ খেতেই পারেন, তবে তার বেশি নয়। তবে যদি দুগ্ধজাত দ্রব্য, যেমন পনির, ছানাও খান, তা হলে দিনে ২ কাপের বেশি দুধ খাওয়া যাবে না। দুধ সবার সহ্য হয় না। যদি সকালে দুধ খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যা হয় তাহলে ওই সময় না খাওয়াই ভাল। দুধ গরম বা ঠান্ডা দুটোই খেতে পারেন তবে যাঁদের গ্যাস্ট্রিক বা আলসার রয়েছে তাঁরা ঠান্ডা দুধ খান এতে বেশি উপকার পাবেন। দুধ খেলে যদি বমিভাব আসে তা হলে দুধ না খাওয়াই ভাল। দুধ সবসময় ভাল করে ফুটিয়ে খান ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। দুধ ফ্রিজে জমিয়ে না রেখে যত টাটকা খাবেন তত ভাল, এতে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণজনিত রোগ এড়িয়ে যেতে পারবেন।

দুধের তৈরি

দুধ সুষম আহারের মধ্যে অন্যতম হলেও অনেকেই দুধ খেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না, খেতে চান না বা খাওয়া হয়ে ওঠে না তখন তার পরিবর্তে দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন দই, ছানা, পনির ইত্যাদি খেতেই পারেন। দুধের তৈরি দ্রব্যের গুণও কিন্তু দুধেরই সমান।

দই

■ রোজ দুপুরে একবাটি দই খাওয়া যেতেই পারে। কারণ দই খাওয়ার আদর্শ সময় দিনের বেলা। দইয়ে রয়েছে প্রোবায়োটিক উপাদান পেট ফোলা ও হজমের সমস্যা কমাতেও সাহায্য করে।

(এরপর ১৯ পাতায়)

এক কাপ বা ২৫০ গ্রাম দুধে থাকে

- ক্যালোরি-১৫০ গ্রাম
- কার্বোহাইড্রেট-১১ গ্রাম
- প্রোটিন-৮ গ্রাম
- চর্বি-৮ গ্রাম
- ক্যালসিয়াম-৩১%
- ভিটামিন ডি
- রিবোফ্লাভিন (বি২)
- ভিটামিন বি ১২
- লৌহ ০.০৮ মিলি গ্রাম
- ফসফরাস
- ম্যাগনেশিয়াম ৬%

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 November, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

শিশুর জন্যে শুধুই মায়ের দুধ

মায়ের দুধের কোনও বিকল্প নেই। এখন বাজারে রয়েছে বিভিন্ন পুষ্টিসমৃদ্ধ দুধ তবুও চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, সকলেই শিশুর ক্ষেত্রে মায়ের দুধেই জোর দিচ্ছেন। এই দুধ কেন এত অপরিহার্য? বিকল্প দুধ কি আদৌ শিশুর জন্য উপকারী? এই নিয়ে আলোচনা করলেন বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুষ্টিবিদ আবিরা ঘোষ। শুনলেন **সোহিনী মাশ্চারক**

দুধ তো অনেক রকমই রয়েছে কিন্তু সদ্যোজাতর জন্য মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই। নবজাতকের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যা যা প্রয়োজন সবটাই রয়েছে মায়ের দুধে। তাই জন্মের পর থেকে ছ'মাস পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা মায়ের দুধের ওপরেই জোর দেন। ডায়েরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, শ্বাসতন্ত্রের ইনফেকশন— শেষ হবে না তালিকা যেসব রোগের বিরুদ্ধে কৃত্রিম ভ্যাকসিনের মতো কাজ করে মাতৃদুগ্ধ। যে কোনও রোগ প্রতিরোধক টিকার চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

মায়ের দুধে থাকা পুষ্টি উপাদান

মায়ের দুধ আসলে প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন এবং কার্বোহাইড্রেটের নিখুঁত সংমিশ্রণ। এই দুধে রয়েছে অ্যান্টিবডি এবং লিউকোসাইট বা জীবন্ত শ্বেত রক্তকণিকাও যা শিশুকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। মায়ের দুধ ছাড়া এই লিউকোসাইট বা জীবন্ত কোষ আর কোনও দুধে মেলে না। মাতৃদুগ্ধে মূলত দু'ধরনের প্রোটিন থাকে : হুই এবং কেসিন। প্রায় ৬০% হুই, আর ৪০% কেসিন। প্রোটিনের এই ভারসাম্য শিশুকে দ্রুত এবং সহজে হজমের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এছাড়া রয়েছে ল্যাকটোফেরিন, লাইসোজাইমের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনও। এই দুধে এমন চর্বিও থাকে যা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। গর্ভাবস্থার শেষ ট্রাইমেস্টারে এগুলি মস্তিষ্কে জমা হয় এবং বুকের দুধেও পাওয়া যায়।

এই দুধে রয়েছে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে থাকে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মায়ের দুধে প্রধানত যে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় তা হল ল্যাকটোজ। ওই দুধ থেকে আসা মোট ক্যালোরির প্রায় ৪০ শতাংশই এই ল্যাকটোজ।

হলুদ প্রাণ কলোস্ট্রাম

শিশুর জন্মের পরে, মায়ের স্তন থেকে প্রথম ঈষৎ হলুদ বর্ণের যে আঠালো গাঢ় দুধ নিঃসৃত হয়, তাকে 'কলোস্ট্রাম' বলে। 'কলোস্ট্রাম' শিশুর জন্য অপরিহার্য। কারণ এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার প্রোটিন, অল্পমাত্রার ফ্যাট ও শুগার। এছাড়া রয়েছে 'ইমিউনোগ্লোবিউলিন এ' এক ধরনের অ্যান্টিবডি, 'ল্যাকটিফেরিন' একজাতীয় প্রোটিন যা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং আয়রন শোষণে সাহায্য করে, 'লিউকোসাইটস' অর্থাৎ শ্বেত রক্ত কণিকা। এই শ্বেত রক্ত কণিকা থাকার কারণে প্রচুর অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। যে অ্যান্টিবডিগুলো শিশুর রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায় এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। 'এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর' একটি প্রোটিন যা কোষের বৃদ্ধি উদ্দীপিত করে। কলোস্ট্রাম খুব গাঢ় এবং পুষ্টিকর তাই স্বল্পমাত্রায় নিঃসৃত হলেও তা শিশুর জন্য বেশ উপকারী। কলোস্ট্রাম 'সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোমের' ঝুঁকি রোধ করে।

জন্মেই বাইরের দুধ কেন নয়

শিশু জন্মের পর ভীষণ ক্ষুধার্ত থাকে তাই সে মায়ের দুধ জোরে জোরে টানে একে ভিগোরাস সাকিং বলে যার ফলে, মায়ের মস্তিষ্ক থেকে অক্সিটোসিন হরমোন বেরোয় এবং 'মিল্ক লেট ডাউন রিফ্লেক্স'-এর মাধ্যমে ব্রেস্টফিডিং শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যদি এই সময় বাইরের দুধ দেওয়া হয়, তাহলে শিশু ভিগোরাস সাকিং করতে চাইবে না কারণ সহজেই দুধটা পেয়ে যাবে। আর বাইরের দুধ বা ফর্মুলা মিল্কের স্বাদ যেহেতু বেশি ভাল স্বভাবতই সেটার স্বাদ শিশু একবার পেয়ে গেলে তখন মায়ের দুধ খেতে চাইবে না! তাই শুরুতে প্রসবের পর যে অল্প অল্প পরিমাণে মায়ের স্তন থেকে কলোস্ট্রাম বের হয় সেটাই ধীরে ধীরে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং পরিণত দুধে পরিবর্তিত হয় পরবর্তীকালে। একটি শিশু যত বেশি ব্রেস্টফিড করবে মায়েরও দুধের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে।

মায়ের দুধ নিরাপদ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স-এর মতে শিশুর জন্ম থেকে ছ'মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র মায়ের দুধই দেওয়া উচিত, এই ছ-মাসে অন্য কোনও পানীয় যেমন গরুর দুধ, মিছরির জল এমনকী জলও দেওয়ার প্রয়োজন নেই আর একেই বলে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিং। তবে সার্বিক ভাবে দু'বছর অবধি অন্যান্য খাবারের (যাকে উইনিং ডায়েট বলা হয়) সঙ্গেই শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো খুবই প্রয়োজন। মায়ের বুকের দুধ সহজপাচ্য এবং যে তাপমাত্রায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো দরকার, সেই তাপমাত্রাতেই পাওয়া যায়। এটি নিরাপদ এবং জীবাণুমুক্ত।

মাতৃদুগ্ধ পানে শিশুর রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে। যেসব শিশু বুকের দুধ খায় **(এরপর ১৯ পাতায়)**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

29 November, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২৯ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

দুধ না খেলে

(১৭ পাতার পর)

দইয়েও আছে ভিটামিন বি১২, ফসফরাস, পটাসিয়াম, এবং রাইবোফ্ল্যাভিন— বিশেষ করে মহিলাদের ঋতুস্রাবের সময়ে দই খেলে মানসিক উদ্বেগ, পেশির ব্যথা ও পেটে যন্ত্রণা কমাতেও সাহায্য করে। ঋতুস্রাবের সময় অনেকেই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাতেও ভুগে থাকেন। সেই সমস্যাও কমে। পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রোটিন এবং ক্যালশিয়ামের সমৃদ্ধ উৎস হল দই। হাড় মজবুত করতে এবং শরীরকে ভিতর থেকে শক্তিশালী রাখতে দই খুবই কার্যকর। সন্ধ্যায় বা রাতে দই খাওয়ার পরিবর্তে দিনের বেলা ভাত-পাতে দই খান। যে কোনও বয়সি মহিলার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে দই।

ঘি

■ চৈতি ঘি খেতে ভয় পায়। ভাবে এই বয়সে ঘি খেলে যদি কোনও ক্ষতি হয়। আসলে পরিমিত পরিমাণে ঘি খাওয়া মহিলাদের জন্য উপকারী। কারণ ঘি কোষ থেকে ফ্যাট সলিউবল টক্সিন বার করে দেয়। এটি ফ্যাট পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে। ফলে শরীরের অতিরিক্ত ফ্যাট সহজেই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে দ্রুত ওজন কমে। ঘি রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। ঘিতে রয়েছে বিউটারিক অ্যাসিড এই অ্যাসিড যেমন প্রদাহ কমায় তেমনই ঘিয়ের মধ্যে থাকা ভিটামিনও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে ফলে একটা বয়সের পর মহিলারা অল্প পরিমাণে ঘি খেলে বাতজনিত ব্যথা কমে। আগে থেকেই হার্টের রোগ, কোলেস্টেরল না থাকলে দিনে এক থেকে দু'চামচ ঘি খেলে কোনও সমস্যা নেই বরং ভাল।

ছানা

■ ছানা, পনির মেয়েদের জন্য খুব উপকারী। দুধে যতই গুণ থাকুক ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের জন্য কারও কারও তা সহ্য হয় না। কিন্তু দুধের উপাদানগুলো শরীরে জন্য জরুরি তাই দুধের বদলে মহিলারা ছানা খেতেই পারেন। ছানায় থাকা ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি মহিলাদের স্তন ক্যানসারের সম্ভাবনা কমায়। ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি থাকার জন্য হাড়ও শক্ত থাকে। ফলে আর্থ্রাইটিসের প্রবণতা কমে। ছানার মধ্যে রয়েছে কেসিন যা শরীরে এসেন্শিয়াল আমাইনো অ্যাসিডের জোগান দেয়। যত বয়স বাড়ে বিশেষ করে মেনোপজের পরেও মহিলাদের শরীরে গঠন সুরক্ষিত রাখে এবং পেশির কার্যক্ষমতা বাড়ায়। হার্টের সমস্যা থাকলেও ফ্যাট-ফ্রি দুধের ছানা কিন্তু খাওয়া যেতে পারে। ছানাও প্রোবায়োটিক ফলে পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। শুধু ছানা নয়, ছানার জলেও উপকার। ছানার জলে থাকে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন নামের প্রোটিন যেগুলো একটা বয়সের পরে মেয়েদের শরীরে হরমোনাল ইমব্যালেন্সজনিত সমস্যাকে কমায়। পেশি শক্ত করে। ছানা খাওয়ার কোনও নিয়ম নেই— সকালে দুপুরে, রাতে খাওয়ার সময় খেতে পারেন।

দুধের বিকল্প

■ এত উপকার থাকা সত্ত্বেও দুধ কারও কারও জন্য ক্ষতিকর, বিশেষ করে যাঁদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স রয়েছে। ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের কারণ হল দুধের মধ্যে থাকা ল্যাকটোজ নামক শর্করা। আমাদের শরীরে থাকা যে এনজাইম এই শর্করাকে ভাঙে তার নাম ল্যাকটেজ। কারও শরীরে এই ল্যাকটেজ কম বেরলে বা না বেরলে অন্যান্য এনজাইমের সঙ্গে এই শর্করার বিক্রিয়া হয় এবং পাকস্থলীতে তৈরি হয় বিষক্রিয়া। ফলে কারও ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকলে সে দুধ খেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের জন্য এখন মার্কেটে রয়েছে বিকল্প দুধের সম্ভার, যেমন সয়া মিল্ক, আমন্ড মিল্ক, পিনাট মিল্ক। এগুলো সবই উদ্ভিজ দুধ। এর মধ্যে সয়া দুধে থাকা আইসোফ্লাভোন মেনোপজের সময় ইস্ট্রোজেনের অভাব পূরণে সাহায্য করে, যা হট ফ্ল্যাশ এবং মুড সুইং-এর মতো লক্ষণ কমাতে পারে। সয়া দুধ স্যাচুরেটেড ফ্যাট কমিয়ে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। মেনোপজের পরে মহিলাদের জন্য হাড়ের ক্ষয় রোধ করে। আমন্ড মিল্কে থাকা ফাইটোইস্ট্রোজেন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা নিয়ন্ত্রণ করে। ঋতুস্রাবজনিত সমস্যা, পিএমএস, পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমের সমস্যা প্রতিরোধ করে। পিনাট মিল্ক বা চিনাবাদামের দুধে রয়েছে প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন বি-৬-এর মতো পুষ্টি উপাদান যা মেয়েদের হরমোনের ভারসাম্য রক্ষায় খুব কার্যকরী। পেশি সবল করে, খুব ভাল ঘুম হয় এই দুধ নিয়মিত খেলে।

শিশুর জন্যে শুধুই মায়ের দুধ

(১৮ পাতার পর)

তারা অ্যালার্জি, ডায়েরিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, কানে সংক্রমণের মতো সমস্যায় কম পড়ে। সর্দি-কাশির আশঙ্কাও অনেকাংশে কমে যায়। ডায়াবেটিসের সম্ভাবনাও অনেক কম থাকে। ক্যানসারের ঝুঁকিও কম হয়। মায়ের দুধ শিশুর হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়ক। কারণ এটা সহজপাচ্য। এতে থাকা নানা ধরনের ভিটামিন ও মিনারেলস শিশুর দেহে সহজেই প্রবেশ করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশু নিয়মিত মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড় হয় তার মানসিকভাবে সুস্থ হয়, এমনকী তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ও স্মৃতিশক্তি অন্যদের তুলনায় ভাল হয়। মায়ের দুধ শিশুর ফুসফুসকে শক্তিশালী করে। মাতৃদুগ্ধে শিশুর অযাচিত ওজন বাড়ে না। ছোট থেকেই ওবেসিটি বা মোটা হওয়ার প্রবণতা কম থাকে।

প্রতিদিন কতটা দুধ খাবে শিশু

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য ১০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। আর মায়ের প্রতি ১০০ মিলিলিটার দুধে ৭০ কিলোক্যালরি শক্তি মেলে। সেই ভাবে হিসেব করলে দেখা যায় তিন কিলোগ্রাম ওজনের কোনও বাচ্চা যদি প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মিলিলিটার দুধ খেতে পারে, তা হলে তার পুষ্টির চাহিদা মেটে। জন্মের পর-পরই বাইরের কোনও জিনিস খাওয়ার মতো অবস্থায় থাকে না নবজাতক কারণ গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হলেও পূর্ণমাত্রায় তার বিকাশ ঘটে না।

সদ্যোজাত শিশুকে তার চাহিদামতো দিনে ৮-১২ বার ব্রেস্টফিড করানো যায়। জন্মের পর থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে বুকের দুধ খাওয়ানোর পরিমাণ এবং সময়সীমা বাড়তে থাকে।

জন্ম থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত সাধারণত প্রতিদিন একটি বাচ্চার ১৫০ মিলি দুধ প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ১৫০ X বাচ্চার ওজন। ৩ মাসের পর ৬ মাস অবধি একটি বাচ্চার প্রতিদিন ১২০ মিলি দুধ প্রতি কেজি ওজন এর জন্য প্রয়োজন হয় আর ৬ মাস পূর্ণ হয়ে গেলে এই পরিমাণটাই বাচ্চার ওজন X ১০০ মিলিতে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ৬ মাস বয়সের পর বাচ্চার খাদ্যতালিকায় মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার যোগ করা হয়। যেমন ফল বা সবজির পিউরি, সুজি, ডালের স্যুপ, ফলের রস ইত্যাদি। একটি বাচ্চার ৯ মাস পূর্ণ হওয়ার পর ৯ থেকে ১২ মাস অবধি বাচ্চার প্রয়োজন হয় ৬০ থেকে ৯০ মিলি দুধ প্রতি কেজি ওজনের নিরিখে দিতে হয়। তবে এটা কমবেশি হতে পারে বাচ্চা সলিড খাবার কতটা খাচ্ছে তার ওপরে ভিত্তি করে। আর এই সারাদিনের দুধের হিসেবটাকেই ৮ বারে ভাগ করে নিলে ভাল হয়। তবে কোনও বাচ্চা যদি সলিড খেতে না পারে সেইভাবে তখন মায়ের বুকের দুধ থেকেই সে পুষ্টি পেয়ে থাকে।

মায়ের দুধ বনাম বিকল্প দুধ

কখনও কখনও কিছু কারণবশত কৃত্রিম ফিডিংয়ের দরকার হতে পারে। যদি মা কর্মরতা হন কিংবা পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ তৈরি হচ্ছে না সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী বাচ্চাকে বটল ফিড বা ফর্মুলা ফিড দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরি। একটি বাচ্চাকে কৌটোর দুধ বা ফর্মুলা দুধ দেওয়ার জন্য আগে হাইজিন বা শুদ্ধতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে না-হলে শিশুর পেটের সমস্যা হতে পারে, সংক্রমণের ভয় থাকে। অন্যদিকে, মায়ের দুধ যেকোনও অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। অন ডিম্যান্ড ফিডিং বা শিশু যখন খেতে চাইছে তখনই তাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো সম্ভব। ফর্মুলা ফিডের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বুঝে খাওয়াতে হয় মায়ের দুধের ক্ষেত্রে সেসব দেখার দরকার নেই। ফর্মুলা দুধ বেশ দামি, অন্যদিকে, মায়ের দুধ বিনামূল্যে পাওয়া যায়, এর গঠন অনেক জটিল। মায়ের দুধ সহজপাচ্য অন্যদিকে ফর্মুলা সহজপাচ্য একেবারেই নয়। এই দুধে অনেক শিশুরই পেটের সমস্যা যেমন ডায়েরিয়া, কনস্টিপেশন ইত্যাদি হতে পারে এমনকী প্রয়োজনের তুলনায় পাতলা বা ঘন করে খাওয়ালে বাচ্চার কলিক পেইন বা হজমের সমস্যাও হতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফর্মুলা দুধ দিন।

গরুর দুধ

অনেকেই মনে করে খাঁটি গরুর দুধ বাচ্চার জন্য উপকারী কিন্তু এই ধারণা এক্কেবারেই ভুল। একবছরের ছোট বাচ্চাদের গরুর দুধ দেওয়া যায় না কারণ গরুর দুধ সহজপাচ্য নয়। এতে অনেক বেশি পরিমাণে প্রোটিন আর মিনারেল থাকে যা শিশুর কিডনির ক্ষতি করতে পারে, এমনকী গরুর দুধে থাকা প্রোটিন থেকে অনেক সময় শিশুর অ্যালার্জি হতে পারে। এর ফলে পেটব্যথা, ডায়েরিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। জন্মের একবছর পর থেকে বাচ্চাদের গরুর দুধ দেওয়া যায় কিন্তু সে দুধ অবশ্যই পাস্তুরাইজড হতে হবে নাহলে শিশুর সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ফুল ফ্যাট দুধই ভাল কারণ ফুল ফ্যাট দুধ মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু বাচ্চার ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকে সেক্ষেত্রে তাদের এখন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা বিকল্প হিসেবে আমন্ড মিল্ক, সয়া মিল্ক খেতে বলেন। ল্যাকটোজ এতে থাকে না কিন্তু প্রোটিনে ভরপুর।

ব্রেস্টমিল্ক স্টোর করতে পারেন

যেসব মা কর্মরত, তাঁরা বিকল্প দুধের ওপর নির্ভর না করে ব্রেস্টমিল্কই স্টোর করুন। সিডিসি বা সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন জানিয়েছে উপযুক্ত পরিচ্ছন্ন পাত্রে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ব্রেস্টমিল্ক ৮ থেকে ৬ ঘণ্টা রাখা যেতে পারে। নর্মাল ফ্রিজারেও (ডিপ ফ্রিজ নয়) রাখা যায় ২৪ ঘণ্টার জন্য, তবে হাইজিন বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মায়ের জন্যও উপকারী ব্রেস্টফিডিং

শিশুকে দুধ খাওয়ালে শুধু শিশুর নয় উপকৃত হন একজন মাও। মায়েদের প্রসব-পরবর্তী সুস্থতা তাড়াতাড়ি হয়, ব্রেস্টফিডিংয়ের সময় অক্সিটোসিনের মতো হরমোন মায়ের মস্তিষ্ক থেকে ক্ষরিত হয় যা ইউটেরাসকে গর্ভধারণের পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রি-প্রেগনেন্সি অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে আর মায়ের সঙ্গে শিশুর স্ট্রং বন্ডিং তৈরি হয়।

অর্ধেক আকাশ
29 November, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অথ ইতু লক্ষ্মী কথা

কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে শুরু, অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে সমাপন— এটাই ইতু ব্রত পালনের নিয়ম। মহিলারা এই ব্রত পালন করেন সাংসারিক কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। কেউ কেউ মনে করেন ইতু মিত্র অর্থাৎ ইতু সূর্যের পুজো, আবার কারও মতে ইতু ইন্দ্রদেবের পুজো। লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চারক**

''অষ্ট চাল অষ্ট দূর্বা কলসপাত্র ভরে
ইতুব্রত কথা শুন প্রাণ ভরে
ইতু দেন বর ধনে জনে বাড়ুক ঘর''

বাংলার একটি লোক উৎসব হল ইতুপুজো। সাধারণভাবে বলা হয় যে, শস্য বৃদ্ধির কামনায় প্রতি অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে এই পুজো করা হয়। একটা সময় পর্যন্ত গ্রামবাংলায় কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা। ধনধান্যে, শস্য ভাণ্ডার যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেই কামনায় এই পুজোর রীতি— এটাও বলা হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণ মাস। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে নতুন ধানের সুবাস। এই সময়ই ধান ওঠে।

কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত এই পুজোর নিয়ম। গোটা একটা মাস ধরে বাংলার মায়েরা, মেয়েরা এই পুজোয় ব্রতী হন। অঘ্রান মাসে রবিবারে ইতুর পুজো করে, সংক্রান্তির দিন পুজো শেষ করতে হয়। অর্থাৎ ইতুকে বিসর্জন দিতে হয়।

ইতুপুজোর নামকরণ

ইতুপুজো নিয়েও নানা মত রয়েছে। ইতু শব্দটি মিতু অর্থাৎ মিত্র থেকে এসেছে। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য।

অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে, এবং এই অবস্থানে সূর্যের নাম মিত্র। প্রধানত রবিবার পুজো করা হয় বলে একে সূর্যের পুজো বলা হয়। সূর্যের উপাসনা হলেও এই পূজার রীতি উপাচার বিশ্লেষণ করলে ইতুকে মাতৃ দেবী রূপে মনে করা হয়। সহজ সরল পদ্ধতি এবং রীতি নীতির জটিলতা না থাকায় বাংলার ঘরে ঘরে ইতুপুজো শুরু। ইতুপুজো মানে সূর্যের পুজো হলেও।

বাংলায় ইতুকে শস্যের দেবী হিসেবেই পুজো করা হয়ে থাকে।

মতান্তরে, ইতুপুজো ইন্দ্রদেবের পুজো। তবে এই পুজো নিয়ে

মতভেদ যাই থাকুক না কেন পুজোর মূল উদ্দেশ্য হল সাংসারিক কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি। এমনটাই বিশ্বাস করেন ব্রতীরা, যে ইতু ব্রত করলে আর্থিক উন্নতি, সংসারের আয় উন্নতি এবং মনোকামনা পূরণ হয়।

প্রাচীন পারস্য দেশে একসময় মিথু পুজো হত, মিতু, ইতু—প্রাচীনকালে কুমারী মেয়ের পতি লাভ আর সংসারিক কল্যাণ কামনায় সূর্যের পুজো মহিলা মহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

মহাভারতে কুন্তীপুত্র কর্ণ ছিলেন সূর্যেরই সন্তান। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ইতুপুজো বিষয়ে বলেছেন, সূর্যের অপর নাম আদিত্য। এই আদিত্য থেকে ইতু শব্দটি এসেছে। এবং শাক্ত ধর্মের প্রভাবে ইতু ক্রমশ দেবীতে পরিণত হয়েছেন। সূর্য দেবতা থেকে ইতু শস্যদেবী লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এই কারণে তিনি ইতু লক্ষ্মী নামের রাঢ় বাংলায় পূজিত।

ইতুপুজো প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা লোকনৃত্য গ্রন্থে বলেছেন, সূর্য ব্রত ভারতে নারী সমাজের একটি প্রধান ব্রত।

সূর্য উর্বরা শক্তির আধার। সূর্যের আশীর্বাদে নারী সন্তান লাভ করে এবং অভিশাপে বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সূর্যকে প্রসন্ন করতে না পারলে নারী কখনও সন্তানের জননী হতে পারে না। সেজন্য সূর্যকে প্রসন্ন করার এই প্রচেষ্টা। আবার আচার্য সুকুমার সেনের মতে, ইতু হল প্রাচীন ইন্দ্রপুজোর দৃষ্টান্ত। ইন্দ্র বৈদিক যুগের প্রধান দেবতা। আবার বিয়ের দেবতাও ছিলেন তিনি। মেয়েদের ব্রত আচার কৃত্যে ইন্দ্র ক্রমশ স্থান লাভ করেন। ইন্দ্রের মতো বরের কামনায় আজও ইন্দ্র দ্বাদশীর দিন মেয়েরা ইন্দ্রপুজো করে।

অগ্রহায়ণ মাসে নতুন বছর শুরু হত। এই সময় রবিশস্য বিশেষ করে গম, যব, সরষে ইত্যাদি ফসল লাগানো হত, বোঝাই যায় ইতু আসলে রবিশস্যের অঙ্কুরোদগমের কৃষি উৎসব।

ইতুপুজোর ধরন

একটা মাটির পাত্রে বা সরায় মাটি ভরে, তাতে কচু কলমি, লতা, আখ, শুশনি, ধান, পাঁচ কলাই গাছ এবং বীজ বপন করে সেটাকে পুজো করা হয়। এছাড়া পরিবারের লোকজনের নামে নেওয়া হয় ঘট। ঘটের গায়ে সিঁদুর এঁকে, ঘটে জল ভরে তার মধ্যে শস্যদানা ও আট গাছা, মতান্তরে একুশ গাছা দুব্বো, চন্দন দিয়ে সাজিয়ে সরায় বসিয়ে ভক্তি ভরে পুজো করা হয়। খড়ের বিঁড়ের ওপরেই ইতুর সরাকে বসানো হয়। প্রতিদিন শুদ্ধ মনে ও শুদ্ধ বস্ত্র পরে ঘটে ও সরায় জল দিতে হয়। ধানের বীজ ও মান কচুর মূল ও ওই সরায় দেওয়া হয়। ছোলা, মটর, মুগ তিল, যব-সহ পাঁচ, মতভেদে আট রকমের শস্যের বীজ ছড়ানো হয়।

এই পুজোয় কোনও মূর্তি নেই। ঘটকেই মূর্তি হিসেবে পুজো করা হয়।

প্রতি রবিবার পুজোর সময় ঘটে জল দেওয়ার নিয়ম। কুমারী, সধবা, বিধবা সব মেয়েরাই এই পুজো করে থাকে। প্রার্থনা জানান, ''যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট করো এবং যে কিরণে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ করো, তার দ্বারা আমাদের সর্বপ্রকার দারিদ্র নষ্ট করো, আমাদের পাপ রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর করো। অঞ্চলভেদে ইতুপুজোর নিয়মরীতির ভিন্নতা রয়েছে। ইতু ঠাকুরকে সাধ দেওয়ার প্রথা রয়েছে কোথাও কোথাও। নতুন গুড়ের পায়েস রান্না করে ইতু ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়।

ইতুর পুজোয় বিশেষভাবে থাকে পায়েসের মধ্যে উমনো-ঝুমনো তৈরি। অনেকে সরুচাকলীও দেয়।

ইতুপুজোয় সাধারণত সবটাই নতুন শস্য যা ওঠে সেটাই দেবীকে নিবেদনের নিয়ম।

ইতু ব্রতকথা

এক দেশে এক গরিব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুই মেয়েকে নিয়ে থাকত। ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে যা পেত তাই দিয়ে তার সংসার চলত। ব্রাহ্মণের একদিন পিঠে খাওয়ার শখ হয়। সে অতি কষ্টে ভিক্ষে করে চাল, গুড়, তেল সব জোগাড় করে ব্রাহ্মণীকে দিয়ে পিঠে তৈরি করতে বলে। আর বলে যেন একটাও পিঠে কাউকে না দেওয়া হয়। এরপর ব্রাহ্মণ রান্নাঘরের পেছনে লুকিয়ে বসে থাকে। আর ব্রাহ্মণী কড়াইতে একটা করে পিঠে ভাজে, ছ্যাঁক করে শব্দ হয় আর ব্রাহ্মণ দড়িতে একটা করে গিঁট দিয়ে কতগুলো পিঠে হল তা গুনে রাখে। এরপর ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে পিঠে খেতে দিলে ব্রাহ্মণ দড়ির গিঁট খুলতে খুলতে দেখে দুটো পিঠে কম। তখন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলে সে দুই মেয়েকে দুটো পিঠে দেওয়ার কথা বলে। এই শুনে ব্রাহ্মণ রেগে তার দুই মেয়ে উমনো-ঝুমনোকে তাদের মাসির বাড়ি রেখে আসবে বলে জঙ্গলে ঘুমন্ত ফেলে চলে আসে। গভীর রাতে বাঘ-ভালুকের শব্দে ঘুম ভেঙে তারা কাঁদতে থাকে। একটি বটগাছকে হাত জোড় করে বলে, তুমি আজ রাতের জন্য তোমার কোটরে স্থান দাও। এরপর বটগাছ দু'ফাঁক হয়ে গেলে তারা দু'বোনে বটগাছের কোটরে রাত কাটায়। সকাল হতে তারা বটগাছকে প্রণাম করে এগোয়। কিছুটা গিয়ে দেখে একটা বাড়ির সামনে মাটির সরা করে মেয়েরা পুজো করছে। ঘটে করে কী পুজো করছে, ওরা জিজ্ঞাসা করলে বাড়ির গিন্নি জানায়, এর নাম ইতুপুজো। তখন তারা নিজেদের দুঃখের কথা খুলে বলে। তখন গিন্নি তাদের ইতুপুজো করতে বলে। ওই দিনটা ছিল কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন। ওরা ইতুপুজো করে।

তাদের নিষ্পাপ ভক্তি দেখে ইতু ভগবান অর্থাৎ সূর্যদেব উমনো-ঝুমনোর মনোস্কামনা তাদের বাবার দুঃখ দূর হওয়ার বর দেন। এরপর তারা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে ভক্তি সহকারে পুজো করতে থাকে। ওদিকে বামুনের ঘর ধনে ভরে ওঠে। ব্রাহ্মণী মেয়েদের কথা ভাবে আর চোখের জল ফেলে। হঠাৎ একদিন উমনো-ঝুমনো বাড়ি ফিরে আসে। তাদেরকে দেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর আনন্দের সীমা থাকে না। বাড়ি ফিরে তারা আবার ইতুপুজো আরম্ভ করে দেয়। তা দেখে ব্রাহ্মণ তাদের কাছে জানতে চায় তারা কী পুজো করছে। তারা ইতুপুজোর কথা বলে আর সূর্যদেবের আশীর্বাদে যে তাদের বাবার অবস্থা ভাল হয়েছে সেটাও বলে। তা শুনে ব্রাহ্মণী পুজো শুরু করে দেয়। তাদের অবস্থা ক্রমশ ভাল হতে থাকে। এইভাবে দিকে দিকে ইতুপুজোর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে।